প্রথম অধ্যায়

প্রমথনাথ বিশীর সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক প্রমথনাথের আবির্ভাবের তাৎপর্য

প্রথম অধ্যায়
প্রমথনাথ বিশীর সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক প্রমথনাথের আবির্ভাবের তাৎপর্য

বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রমথনাথ বিশী এক স্মরণীয় নাম। বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যময় সরণী ধরে প্রমথনাথ বিশীর আবির্ভাব। যুগযন্ত্রণার ফসল হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভবের সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু ছোটগল্পকার যে ছোটগল্পের নৈবেদ্য সাজিয়েছেন তা বিশ্বসাহিত্যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রমথনাথ বিশী প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকারদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর পরিচয়। সাহিত্যে ঐতিহ্য অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য হলেও অনেকক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিম কালটে বিশ্বাসী। কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রমথনাথ বিশী এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়ভাবনা ও উপস্থাপন কৌশল প্রবর্তন করে আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। প্রমথনাথ বিশীর সমকালীন বাংলা ছোটগল্পের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক প্রমথনাথের আবির্ভাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রমথনাথের পূর্ববর্তী ও সমকালীন ছোটগল্পকারদের আলোচনা স্বাভাবিক কারণে এসে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা ছোটগল্পের সৃষ্টি হলেও এক শিল্পসম্মত প্রকৃত ছোটগল্প হিসেবে সেগুলো পরিচিত নয়। প্রথম যথার্থ বাংলা ছোটগল্প ধারার শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। তিনি বাংলা ছোটগল্পের জনক। সর্বজনবেদ্য ভগীরথ। সুদীর্ঘ বছর সাধনা করে বাংলা ছোটগল্পকে তিনি শিল্পসম্মত রূপ দিয়ে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। হিতবাদী, সাধনা ও সবুজপত্র প্রভৃতি সাময়িকপত্রের আশ্রয়ে বাংলা ছোটগল্পের ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর আবির্ভাব। সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্র ছোটগল্পের উৎকর্ষ বিচার করতে গিয়ে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন যে গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ ছোটগল্পরচনার জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেতে পারতেন। বাস্তবিক পক্ষে ছোটগল্পের বিষয়বস্তুরূপে তিনি বেছে নিয়েছেন মানবপ্রেম, সমাজ সমস্যা, রাজনীতি, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব ও অতিপ্রাকৃত উপাদানকে। রবীন্দ্র সমালোচক প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাসের মতে রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন', 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা', 'ইচ্ছাপূরণ', 'নিশীথে', 'সম্পত্তি সমর্পন', 'জীবিত ও মৃত', 'মহামায়া' প্রভৃতি ছোটগল্পের প্লট ও কাহিনী বিন্যাস অনেকটা বিদেশী প্রভাবজাত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর এই ত্রিকোণ পৃথিবীকে ঘিরে একদিকে প্রকৃতি প্রেমের সঙ্গে মানবপ্রেমের সমন্বয়ে বহুবিধ চিন্তার পক্কশস্যে সমৃদ্ধ হতে পেরেছে তিনখন্ডে লিখিত গল্পগুচ্ছের গল্পভান্ডার। বলাবাহুল্য ১২৯৮ থেকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্পের নৈবেদ্য সাজিয়েছেন তাঁর মধ্যে গভীর ব্যঞ্জনা ও গীতিকবিতার সুর প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' ছোটগল্পে পিতৃহৃদয়ে জয়গান, 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্পে নবজাগ্রত নারীত্বের অভিমান, 'দেনাপাওনা'য়' পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, 'দিদি' গল্পে স্নেহ প্রেম, 'স্ত্রীর পত্রে' নারীত্বের অবমাননা, 'শাস্তি' গল্পে প্রতিবাদী চেতনা, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে মানবচরিত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব, কিশোর যন্ত্রণার একাকিত্ব নিয়ে লেখা 'ছুটি', ধনাকাঙ্ক্ষার ভয়ঙ্কর পরিণতিমূলক ছোটগল্প 'সম্পত্তিসমর্পণ' ও 'গুপ্তধন', নারীর মর্যাদা মূলক ছোটগল্প 'হৈমন্তী', 'অপরাজিতা', 'শাস্তি' ও 'স্ত্রীর পত্র', প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের সম্পর্কমূলক ছোটগল্প 'অতিথি' ও 'সুভা', ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমাজসত্তার দ্বন্দ্বমূলক ছোটগল্প 'হালদার গোষ্ঠী', ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে লেখা 'দালিয়া', শিক্ষামূলক 'তোতাকাহিনী', রাজনীতিমূলক 'মেঘ ও রৌদ্র', প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক ও কলকাতা কেন্দ্রিক ছোটগল্পের বিষয়, ভাষা আঙ্গিক নিঃসন্দেহে অভিনব। গল্পের নামকরণ, শুরু ও শেষ, আখ্যানগঠন, নাট্যগুণ, সময়বিন্যাস, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রকৃতি প্রেম এবং চিরন্তন মানবিক আবেদনে, ভাষার ব্যঞ্জনায়, উপমা, চিত্রকল্পে, তীক্ষ্ণ এপিগ্রামে রবীন্দ্রনাথ শুধু সমকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি উত্তরসূরীরা রবীন্দ্র প্রদর্শিত পথকে অনুসরণ করে বাংলা ছোটগল্পের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথ ধরে বাংলা ছোটগল্পের স্রোতধারা একবিংশ শতাব্দীর উন্মেষ লগ্ন পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে সন্দেহ নেই।

বর্ণনার সংক্ষিপ্তি, বস্তুবর্জন ও বস্তুবিন্যাস সংহতি এবং বস্তুর ব্যঞ্জনা রচনার সফলতাই সার্থক ছোট গল্পের প্রাণ। এদিক থেকে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী যথার্থ বলেছেন -

"রবীন্দ্রনাথের ও পরবর্তীদের ছোটগল্পের প্রধান প্রভেদ এই যে পরবর্তীদের ছোটগল্প সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার, তাহাতে অনাবশ্যক তথ্যকে বাদ দেওয়াই প্রধান সমস্যা, আর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অপূর্ণ অভিজ্ঞতার আভাস, অজ্ঞাত তথ্যকে সৃষ্টি করাই সেখানে সমস্যা।"[১]

প্রমথনাথ বিশী আরও বলেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে নামিলে দেখিতে পাইব যে, একই বস্তু বা ভাব কখনো কল্পাকারে কখনো কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, আবার কখনো বা কতকটা কবিতায় কতকটা গল্পে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।"[২]

ডঃ সুকুমার সেনের মতে ঃ

"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কিছুতেই কল্পবিলাসের রঙীন ফানুস নয়। প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা এবং গভীর অনুভূতির সমবায়ে কবির মানসে যে গভীরতর সত্যসৃষ্টির আয়োজন সঞ্চিত হইয়াছিল তাহারি অভিনব প্রকাশ তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে।" [৩]

ডঃ সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রসঙ্গে আরও বলেছেন -

"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নগর ও নগরবাসী এবং জনপদ ও জনপদবাসী তুল্য স্থান ও মর্যাদা পাইয়াছে। মানুষের মানবত্ব অবশ্য সর্বত্রই এক, কি নগর কি জনপদ, এবং রবীন্দ্রনাথ যে মৌলিক ও জটিল মনোবস্তু লইয়া কারবার করিয়াছেন তাহাতেও নাগরিক - জনপদিক বিভাগ চলে না।" [৪]

অলোকরঞ্জন দাসগুপ্তের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ঃ

"ছোটগল্পের মানুষগুলির সামাজিক ও সত্য এই দুরকম পরিচয় তিনি সন্ধান করেছেন। সেই কারণে তারা যতদূর পল্লীসমাজের আশ্রিত, ঠিক ততখানিই পল্লীনিসর্গের পটাশ্রিত। সামাজিক ভাবে তাদের সমস্যাগুলি এবং বিচ্যুত ও ব্যক্তিগতভাবে সেই মানুষটি - তার বিশিষ্টতা ও নি:সঙ্গতা - তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই কারণে একই সঙ্গে তা সমাজচিত্র ও কবিতা প্রতিম। নাগরিক জীবনভাবনাও এই শিল্পায়নের মধ্যেই অনায়াসে মিশে গিয়েছিল।" [৫]

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ-

"পরিচ্ছেদ বা শূন্য 'স্পেস' প্রয়োগরীতি - সংক্রান্ত এই আলোচনার শেষে বলা চলে যে, তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিতে পরিচ্ছেদ বা বিবৃতিপর্ব ব্যবহারের ফলে রবীন্দ্রনাথ গল্পকে হয়তো একটানা সময় সীমায় আবদ্ধ রাখতে পারেননি, কিন্তু তা কখনোই পাঠক চিত্তে কোন বিন্যাসগত শিথিলতার প্রতীতি আনে না, বরং ভাববস্তু তথা জীবনবোধের অখন্ডজনিত এক সংহত নান্দনিক আবেদন জাগিয়ে তোলে।" [৬]

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে -

"গল্পগুচ্ছের শিল্পকৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য, শিল্পগত সততা ও গভীর জীবনবোধের গভীর মিলনের উপর দাঁড়িয়ে আছে গল্পগুচ্ছের সৌধ। গোটা বঙ্গদেশকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। মানুষের প্রতি গভীর প্রেম, প্রকৃতির প্রতি নিবিড় আকর্ষণ, দুয়ে মিলে গল্পগুচ্ছের প্রথম দু খন্ডের শিল্পমহিমাকে গড়ে তুলেছে। এই দু খন্ডের গল্প ঘনিষ্ঠভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশের ও স্বকালের পরিচিতি, সেই সঙ্গে সর্বদেশের সর্বকালের মানবমহিমার প্রকাশস্থল। দেশকালের গন্ডীকে গল্পগুলি অতিক্রম করে গিয়েছে জীবনবোধের সততায় ও অনুভূতির গভীরতায়। গল্পগুচ্ছ পড়লে অনুধাবন করা যায় লেখকের শিল্প ও জীবন উপলব্ধি। সার্থক ছোটগল্প ও উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজন, সরল মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত গভীরতা ও সুখদু:খপূর্ণ মানুষের দৈনন্দিন জীনের চিরানন্দময় ইতিহাস।" [৭]

রবীন্দ্র পরবর্তী ছোটগল্পকারদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। জীবন অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবনের চলমানতার নিখুঁত ছবি যুক্ত তাঁর ছোটগল্পগুলো অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যদিও তাঁর জনপ্রিয়তার পেছনে হাস্য রসের ঝর্নাধারা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অথচ তাঁর হাস্য রস ও স্নিগ্ধ কৌতুক রসে কোন গভীর বেদনা ও দুঃখ নেই, আছে এক স্নিগ্ধ তৃপ্তিবোধ। প্রভাতকুমার নিজে লিখেছেন ঃ-

"আকাশ পানে হাত বাড়িয়ে চাই নে রে ভাই আশাতীত
ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে খুঁজি নে ভাই ভাষাতীত।" [৮]

তাঁর গল্পে কোন জ্বালা নেই যন্ত্রণা নেই, আছে শুধু প্রাণের বন্যা। মানসী ও মর্ম বাণী পত্রিকার সম্পাদক প্রভাতকুমারের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ গুলো নবকথা (১৮৯৯), ষোড়শী (১৯০৬), দেশী ও বিলাতী (১৯০৯), গল্পাঞ্জলি (১৯১৩), গল্পবীথি (১৯১৬),পত্রপুষ্প (১৯১৭), গহনার বাক্স (১৯২১), হতাশ প্রেমিক (১৯২৪), যুবকের প্রেম (১৯২৮), নূতন বৌ (১৯২৯) প্রভৃতি পাঠক সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল। কোন কোন সমালোচক প্রভাতকুমারের সঙ্গে মোঁপাসাঁর আঙ্গিক গত সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে এক চিঠিতে লিখেছেন -

"তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে,

কোথাও যে কিছু মাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।" [৯]

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন ঃ

"প্রভাতকুমার উপন্যাস ও ছোটগল্প এই দুই রকমই লিখিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁহার কৃতিত্ব উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পেই বেশী। তাঁহার অধিকাংশ গল্পই হাস্যরসপ্রধান। এই হাস্যরস কেবলমাত্র ঘটনামূলক অসংগতির সহিত নহে চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সহিতও সম্পর্কিত।" [১০]

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমারের ছোটগল্প প্রসঙ্গে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন ঃ

"প্রভাত গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য - এর চিরনবীনতা। স্বতঃস্ফূর্ততা, পরিমিতিবোধ ও গ্রন্থনৈপুণ্য। কোন কৃত্রিমতা নেই। মনে হয় আমাদের পরিচিত জীবনের একটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে প্রভাতকুমার তাঁর গ্রন্থে যুক্ত করে দিয়েছেন।" [১১]

নির্মল হাস্য রসের স্রষ্টা হিসেবে প্রভাতকুমার স্মরণীয় হয়ে আছেন ছোটগল্প পাঠকের কাছে। মাস্টার মহাশয়, রসময়ী রসিকতা, নিষিদ্ধ ফল, চুরি, প্রণয় পরিণাম, আদরিণী, কাশীবাসিনী, দেবী প্রভৃতি গল্প প্রভাতকুমারের অপূর্ব সৃষ্টি। রবীন্দ্র অনুরাগী হয়েও মানস ভঙ্গিতে ও রচনা শৈলীতে ছোটগল্পকার হিসেবে স্বতন্ত্র চিহ্নিত হয়ে আছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

'আমরা', 'কি ওকে', কবুলতি', 'পাথেয়', 'দুঃখের দেওয়ালী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ রচয়িতা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছোটগল্পে হাস্যরস সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত যদিও তার মধ্যে কারুণ্য ও সমবেদনার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রপরবর্তীর ছোটগল্পকার হিসেবে একান্তভাবে স্বতন্ত্র ছোটগল্পকার হলেন প্রমথ চৌধুরী। বিশেষ করে তিনি সবুজ পত্র পত্রিকায় মজলিশের মেজাজে নাগরিক ও বিদগ্ধজনের আড্ডায়, তর্কে, ব্যঙ্গে, মার্জিত রুচিতে ও কথার খেলায় সেই সঙ্গে বিশ্লেষণ বুদ্ধি বৃত্তি প্রয়োগে একজন প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন। প্রমথ চৌধুরী বীরবল ছদ্মনামে চার ইয়ারী কথা, আহুতি, ট্রাজেডির সূত্রপাত, নীললোহিত, বীণাবাঈ, ঘোষালের চিত্রকথা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনায়, ব্যঙ্গ ধর্মিতায়, শাণিত ও চলিত গদ্যরীতিতে যুক্তিবাদ প্রয়োগে আঙ্গিক প্রধান ছোট গল্পের পথ প্রদর্শক সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বিদগ্ধ হৃদয়ে স্থান পেলেও সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত হতে পারেননি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পূজারী প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পে যে নিজ ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট যা অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনা করলে স্বাতন্ত্র্যতার সুর ধরা পড়ে।

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

"বীরবলী গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনো কিছুর প্রতিদানে নয়, কোনো নীতি প্রচার নয়, ঘটনাবিবৃতি নয়, প্লটপ্রাধান্য নয়, বিশুদ্ধ গল্পরস-ই লেখকের অন্বিষ্ট। বাহুল্যবর্জিত, অনিবার্যগতি, বিশুদ্ধ গল্পরস ও মানবরস সমৃদ্ধ গল্প লেখায় প্রমথ চৌধুরীর তর্কাতীত সাফল্য অবশ্যস্বীকার্য।" [১২]

বাংলা ছোটগল্পের জগতে ছোটগল্পকার হিসেবে শরৎচন্দ্রের দান বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সুগভীর মমত্ববোধ নিয়ে বাঙালী জীবনের বাস্তব ছবি তাঁর ছোটগল্পে আমরা দেখতে পাই। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। অভাগীর স্বর্গ, নববিধান, একাদশীর বৈরাগী, মেজদিদি, নিস্কৃতি, অনুপমার প্রেম, স্বামী, বিন্দুর ছেলে, বিলাসী, রামের সুমতি, মামলার ফল প্রভৃতি গল্পায়তনে বড় হলেও ছোটগল্পের লক্ষণ বর্তমান। শরৎচন্দ্রের বহু বিখ্যাত মহেশ ছোটগল্পে গফুরের জীবন যন্ত্রণা মর্মস্পর্শী সন্দেহ নেই। তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিঃসঙ্কোচে গুরু পদে মেনে নিয়েছেন।

'মহেশ' গল্পটি পড়ে শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন "A wonderful style and a great and perfect creative artist with a profound emotional power" [১৩]

অমলশঙ্কর রায় শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসগুলি পড়লে মনে ধারণা জন্মায়, তিনি সহজাত প্রবৃত্তি ও পরিবেশ উভয়ের প্রতিই প্রাধান্য আরোপ করেন। এস্থলে পরিবেশ বলতে প্রধানত: সমাজব্যবস্থাজনিত পরিবেশকেই বুঝায়। তিনি এরূপ সমাজ কামনা করেন যাহা মানুষের নানা প্রকার চাহিদা (need) মেটাতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে এরিক ফ্রেমের সঙ্গে তাঁর চিন্তার মিল লক্ষ্য করা যায়।" [১৪]

সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী মন্তব্য করেছেন ঃ

"শরৎচন্দ্রের গল্পে বাস্তবতার সুরটি তীক্ষ্ণ ও অসন্দিগ্ধভাবে আত্মপ্রকাশ করে; কবিত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের অন্তরালে চাপা পড়ে না। ভাবপ্রকাশের গভীরতাতেও তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব। তাঁহার গল্পগুলিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র সংঘাতগুলি অন্তর্বিপ্লবের বিদ্যুৎ-চমকে দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি কোথায় ও কেবল ঘটনা-বৈচিত্র্য বা কাব্যসৌন্দর্যের জন্য কোন দৃশ্যের অবতারণা করেন না- প্রত্যেক দৃশ্যই চরিত্রের উপর আলোকপাত করে।" [১৫]

বাংলা ছোটগল্পের জগতে পরশুরাম হাস্যরসিক শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত। পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু হাসির গল্প লেখক হিসেবে বাঙালীর পাঠক মনে স্থায়ী আসন অধিকার করেছেন। তাঁর গল্পগুলি উদ্দেশ্য মূলক ও সাটায়ারধর্মী হলেও গল্পগুলি পাঠক মনে নির্মল আনন্দ দেয়। গড্ডালিকা (১৯২৪) , কজ্জলী (১৯২৮) হনুমানের স্বপ্ন (১৯৩৭), গল্প কল্প (১৯৫০), ধুস্তুরী মায়া (১৯৫২), কৃষ্ণকলি (১৯৫৩), নীলতারা (১৯৫৬), আনন্দীবাঈ (১৯৫৭) চমৎকুমারী (১৯৫৮) ইত্যাদি গল্পে কৌতুক রস ও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা সুস্পষ্ট। গল্প উপস্থাপন কৌশল, স্যাটায়ার সৃষ্টি ও সরস সংলাপে তাঁর গল্পগুলো পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরশুরাম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বহু ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। তবে একথা বলা যেতে পারে পরশুরামের ছোটগল্প বুদ্ধিজীবী মহলে যতটা সাড়া জাগিয়েছে সাধারণ পাঠকের কাছে ততটা সাড়া জাগাতে পারেনি। পরশুরামের গড্ডালিকা পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন "বইখানি চরিত্র চিত্র শালা। ...... তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।" [১৬]

প্রমথনাথ বিশী পরশুরামের হাস্যরস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন - " তাঁর হাসির একটি প্রধান লক্ষণ এই যে ব্যক্তিবিশেষের বা গোষ্ঠী বিশেষের গায়ে এসে পড়ে সচকিত সতর্ক করে দেয়, গায়ে লেগে ব্যথা দেয় না। অর্থাৎ হাসির উদ্দেশ্য সাধিত হয় অথচ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি পীড়িত হয় না। ..... পরশুরামের দর্পণ খানা কিছু বাঁকা দর্শক নিজের বিকৃত ছায়া দেখে বুঝতে না পেরে ভাবে অপরের ছায়া, পেটভরে হেসে নেয়। সামান্য অতি রঞ্জনের আমদানি করে পরশুরাম এই কাজটি সুসিদ্ধ করেছেন।" [১৭]

ডঃ বীরেন্দ্র দত্ত পরশুরামের ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"পরশুরামের কৌতুক-ব্যঙ্গরসের গল্প প্রসঙ্গ উঠলেই পূর্বসূরী ত্রৈলোক্যনাথের কথা মনে আসে বাংলা হাসির গল্পের ধারায় যেখানে ত্রৈলোক্যনাথ, সেখানেই পরশুরামের আবির্ভাব শিষ্য একলব্যের মত পরোক্ষ গুরুমন্ত্রের লাভ ঘটে ত্রৈলোক্যনাথের কাছেই। ত্রৈলোক্যনাথ গুরু, পরশুরাম শিষ্য। ত্রৈলোক্যনাথ থেকে পরশুরাম সবে এসে সেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখানে পরশুরামের নিজের গড়া সাম্রাজ্য, সেখানে পরশুরাম স্বরাজ্যে স্বরাট।" [১৮]

ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজশেখর বসুর পরশুরাম ছদ্মনামে লেখা হাস্যরস প্রধান ছোট গল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন -

"চরিত্রের আচার-ব্যবহার, সংলাপ, পরিবেশ প্রভৃতি কৌতুকের সন্নিবেশে তাঁর গল্পগুলো শুধু রসিকতাপ্রিয় পাঠকের সাময়িক চিত্তবিনোদন করেই মুছে যায় নি। হাস্য কৌতুককে ক্লাসিক পর্যায়ে তুলে ধরার সমস্ত গৌরব তাঁর প্রাপ্য।" [১৯]

বাংলার ছোটগল্পের ইতিহাসে বেশ কিছু ছোট গল্পকারের আবির্ভাব ঘটেছিল কল্লোল, কালিকলম ও প্রগতি পত্রিকাকে ঘিরে। প্রচলিত বিশ্বাস ও আস্তিক্য বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন কল্লোলের তরুণ ছোটগল্পকারগণ। বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হল ব্যাপক আলোড়ন। একাধারে বাস্তববাদ, ফ্রয়েডীর মনোবিজ্ঞান অবলম্বন ও নৈরাশ্যবাদের আশ্রয়ে তরুণ লেখক গোষ্ঠী পাশ্চাত্য প্রভাবকে বাংলা সাহিত্যে আমদানী করলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের লেখক হলেও একদিন কল্লোল ছেড়ে কালিকলম পত্রিকায় যুক্ত থেকেছেন। তিনি তৎকালীন যুগ যন্ত্রণার ছবি সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলি যথাক্রমে শুধু কেরানী, লাল তারিখ, ভবিষ্যতের ধার ও চুরি, সুখ, সংসার সীমান্ত, বিকৃত ক্ষুদার কাঁদে, মহানগর, তেলেনাপোতা আবিস্কার, রবীনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন, ময়ূরাক্ষী, জ্বর, ভূমিকম্প, স্টোভ, পুন্নাম, সাগর সঙ্গমে, সহস্রাধিক দুই প্রভৃতি ছোটগল্প প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি চিঠিতে লিখেছেন - "দুঃখও দেখেছি বটে দেখেছি প্রগলভতা। মার চোখের জল দেখেছি, গলিত ও কুষ্ঠ দেখেছি, দেখেছি লোকের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীরুতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহংকার, উন্মাদ বিকলাঙ্গ রুগ্ন গলিত শব। বাংলা ছোটগল্পে এই সামগ্রিক চিত্র যতটা বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে তা হয়ত অন্যান্য লেখকদের রচনায় তেমন খুঁজে পাওয়া দুস্কর। গল্পলেখার গল্প গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন কিছু যাদের নেই - যারা কেউ নয়, তাদের সেই

শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোন গল্প কি হতে পারে না ? হোক বা না হোক, তাদের কথায় লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম।" ২০

অলোকরঞ্জন দাসগুপ্তের মতে ঃ

"প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা মুখ্যত তাঁর গল্প - তাঁর সতীর্থদের মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যক্ষতাময়, সরল সংহত, স্বাভাবিক সঙ্গতি সচেতন।"২১

ডঃ রামরঞ্জন রায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"বাংলা গল্পের ধারায় রবীন্দ্রনাথের পরই সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রই উল্লেখের দাবী রাখেন। তাঁর গল্পের বিভিন্ন রূপ যেমন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি নির্মাণ শিল্পও। কবি যখন গল্প লেখেন তখন গল্পের পড়তে কাব্য সুষমা ধরা পড়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে সেই কাব্য সুষমা অটুট আছে। আবার তাঁর গল্পে যেমন সমসাময়িক কালের চিত্র আছে, তেমনি আছে চিরন্তনতা।" ২২

কল্লোল গোষ্ঠীর আর এক পুরোধা অচিন্ত্যকুমারের ছোটগল্প ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। নাগরিক সভ্যতার দিনলিপি থেকে শুরু করে হাড়ি, মুচি, জেলে, ডোম, গরিব চাষা, অর্থাৎ সমাজের উপেক্ষিত জনজীবনের চিত্র তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। বিশেষভাবে যুদ্ধ, দাঙ্গা, বন্যা ও মন্বন্তর কবলিত জীবনের কথা তাঁর ছোটগল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যতন বিবি, হাড়ি মুচি ডোম, ওষুধ, কেরামত, ডাকাত, কেরোসিন, কালো রক্ত, দস্তখৎ, নূরবানু, সারেঙ, চিতা, কাক, বস্ত্র, তাল প্রভৃতি গল্পে মানুষের হৃদয়ের টুকরো টুকরো মুহূর্তকে নিয়ে বানিয়েছেন ছোটগল্পের রাজপ্রাসাদ। অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে অচিন্ত্যকুমার ছোটগল্পের আসর জমিয়েছেন। সমাজজীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পে কাব্যধর্মিতা ও অন্তর্মুখী মনের পরিচয় আছে।

কল্লোল গোষ্ঠীর আর এক দিক্পাল বুদ্ধদেব বসুর নাম বিশেষ ভাবে স্মরণ যোগ্য। মূলতঃ তাঁর ছোটগল্পে আমরা খুঁজে পাই রোম্যান্টিকতার সুর। নরনারীর আশা ভালোবাসা তাদের সৌন্দর্যবোধ কাব্যিক চেতনা স্মৃতির সুরভি নিয়ে কিংবা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে ভরপুর। বুদ্ধদেবের গল্পে নাগরিক সভ্যতার জীবন ছন্দ ধবনিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর প্রিয় শহর ঢাকা নগরী ও কলকাতা নগরীর স্মৃতিকথা বাল্য কৈশোর ও যৌবনের মধুমাখা স্মৃতি নিয়ে বারবার দেখা দিয়েছে এবং দুটি কল্লোলিনী শহরের প্রকৃতি প্রেম নরনারীর প্রেমের অনুসঙ্গ স্থাপিত হয়েছে। একদিকে ঢাকার সূর্যোদয় কলকাতার মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় গাছ গাছালির বর্ণনায় গল্পগুলি অন্যমাত্রা এনে দিতে পেরেছে। প্রেমের জন্য নারী পুরুষের সংকীর্ণতা ব্যর্থতা ঈর্ষা ক্ষতি প্রতারণা ও পরশ্রী কাতরতাও তাঁর কলমে উঠে এসেছে। তাঁর বিখ্যাত গল্পসংকলনগুলি যথাক্রমে এরা আর ওরা, শনিবারের বিকেল, একটি কি দুটি পাখি, একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু, হৃদয়ের জাগরণ, খাতার শেষ পাতা, রেখাচিত্র, অভিনয় অভিনয় নয়, রঙিন কাঁচ, অদৃশ্য শত্রু, ঘুম পাড়ানি, প্রেমের বিচিত্র গতি, অসামান্য মেয়ে, নতুন নেশা, প্রথম ও শেষ, তুমি কেমন আছ, আদর্শ, আবছা, একটি লাল গোলাপ প্রভৃতি গল্পসংকলনে একদিকে কবিত্বময় বর্ণনা, নাটকীয়তা ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক সার্থক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

বাংলা ছোটগল্পের আধুনিকতার সুর নিয়ে উপস্থিত হলেন জগদীশ গুপ্ত। ছোটগল্পে তিনি ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা ও বিকৃত মনস্তত্ত্বকে স্থান দিয়েছেন। তিনি মূলতঃ ন্যাচারালিজমের শিল্পী। জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তৎকালীন সামাজিক পরিমন্ডল ও বৈষম্য মূলক অর্থনীতির প্রভাবে কি করে মানুষের মূল্যবোধ ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যায় তার পরিচয় আছে জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে। তাঁর মতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার পিছনে এক অদৃশ্য হাত প্রতিনিয়ত কাজ করছে। তাঁর ছোটগল্পে ভাগ্যহীন মানুষের ব্যর্থতা হতাশা বেদনা ও অসহায়ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে এক অদৃশ্য নিয়তি চালিত ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের পুরনো কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মানব জীবনের আলো আঁধার সুন্দর ও কুৎসিত রূপের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিবলে অন্ধকার ও কুৎসিতরূপকেই তিনি বড় করে দেখেছেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পে নৈরাশ্য পীড়িত মানুষের জীবনে কোন আলোকবর্তিকার পথ নির্দেশ দিয়ে যান নি। তাঁর গল্পগুলোতে নেই প্রেমের স্নিগ্ধ মধুর রূপ, নেই সমাজ জীবনের উত্তরণের পথ নির্দেশ, আছে কামনা বাসনা যুক্ত যৌন জীবনের ইতিকথা। নিম্ন মধ্যবিত্ত, গরীব ও নীচুতলার মানুষদের নিয়ে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের আলোকে যে গল্পগুলো লিখেছেন তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে কল্লোল যুগের লেখকদের আবির্ভাব। জগদীশ গুপ্তের উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থ গুলো হল বিনোদিনী (১৯৩৪), রূপের বাহিরে (১৩৩৬), শ্রীমতী (১৩৩৭), উদয় লেখা (১৩৩৯), রতি ও বিরতি (১৩৪১), উপায়ন (১৩৪১), মেঘবৃত অশনি (১৩৫৪) ইত্যাদি। তাঁর ছোটগল্পে নরনারীর যৌন আকর্ষণ অপরাধবোধ, লোভ লালসা ঘৃণা ঈর্ষা মিশ্রিত চরিত্রগুলি সজীবতা দান করেছে। নারী মনস্তত্ত্ব নিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। জগদীশ গুপ্ত নিজেই এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন মানুষের প্রেমের ট্র্যাজেডি মৃত্যুতে নয়, বিরহে নয়, অবসাদে ও ক্ষুদ্রতার পরিচয়ে, আর উদাসীনতায়।

জগদীশ গুপ্তের পরিণত বয়সের ছোট গল্পগুলোতে কাম তত্ত্বের অনুবর্তন ঘটেনি। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ জগদীশ গুপ্তকে এক চিঠিতে লিখেছেন "ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।" [২৩]

সমকালের পাঠক সমাজে তাঁর ছোটগল্প মদের জ্বালাকর নেশার মত পান করলেও জনপ্রিয় ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি পরিচিত হতে পারেন নি। তীব্র জীবানানুভবে ভয়ঙ্করকে সংবেদনশীল করে তোলার শিল্পী সুলভ মানসিকতার অভাব তাঁর ছিল। তবুও কুটৈষণা ও অন্তর্গূঢ় জটিল পথ পরিক্রমায় তিনি যেভাবে মানব জীবনের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন ও রূপদান করেছেন তাঁর সাহিত্যমূল্য উপেক্ষনীয় নয়।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকার হিসেবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। কল্লোল যুগের ধর্ম থেকে সরে এসে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন স্রোতের সাহিত্য স্রষ্টা হিসেবে তাঁর পরিচয়। রাঢ় বঙ্গের রূপকার তারাশঙ্কর তাঁর ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে জীবন রস তাঁর ছোটগল্পে আমদানী করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবী রাখে। দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল জীবনে তিনি বৈচিত্র্যময় পঁয়ত্রিশটি গল্প গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন। মূলত তাঁর ছোটগল্পে রাঢ়বঙ্গের মাটি ও মানুষের কথা সেই সঙ্গে নিয়তির অমোঘ লীলা ও মানব প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে সেখান থেকে সত্য সুন্দরকে তিনি বেছে নিয়েছেন। 'ছলনাময়ী', 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ', 'জলসাঘর', 'রসকলি', 'তিন শূন্য', 'প্রতিধ্বনি', 'বেদেনী', 'দিল্লী কা লাড্ডু', 'মাটি ও রামধনু' প্রভৃতি তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রন্থের গল্পগুলি সাহিত্য রস সমৃদ্ধ। তাঁর বৈষ্ণব রসাশ্রিত 'মালা-চন্দন', 'স্থলপদ্ম', 'হারানো সুর' ও 'রসকলি' ছোটগল্পে জীবনাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সন্ধ্যামণি ছোটগল্পে তিনি পিতৃহৃদয়ে বেদনা প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রাচীন ও আধুনিক যুগের দ্বন্দ্বকে তিনি তুলে ধরেছেন 'রাজা, রাণী ও প্রজা', 'সমুদ্র মন্থন', 'জলসাঘর' ও 'রায় বাড়ী' ছোট গল্পগুলিতে, বিলীয়মান জমিদারী প্রথার পরাজয়কে নিপুণ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে ও নাট্যগুণ সৃষ্টি করে অখন্ড শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে তুলে ধরেছেন নিপুণ লেখনীর মাধ্যমে। 'অগ্রদানী', 'কুলীনের মেয়ে', 'পুরোহিত', 'পুত্রেষ্টি', 'রঙীন চশমা', 'মধু মাস্টার' প্রভৃতি ছোটগল্প এই ধারার শ্রেষ্ঠ ফসল। 'তারিণী মাঝি' গল্পটি তারাশঙ্করের অনবদ্য সৃষ্টি। নারী ও নাগিনী, বেদিনী ছোটগল্পের আদিম জীবনের কথা স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কাল থেকে মন্বন্তর ও আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লিখিত তাঁর ছোটগল্প 'মড়ামাটি', 'আখেরী', 'বোবাকান্না', 'পৌষলক্ষ্মী', 'শবরী' গল্পগুলো উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর বিখ্যাত 'ডাইনী' গল্পে গ্রাম্য কুসংস্কার কিভাবে ব্যক্তি জীবনে মর্মান্তিক পরিণতি বহন করে সেই ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। পাশবিকতার সঙ্গে মানবিক প্রকৃতির জয় ঘোষিত হয়েছে তার 'তিনশূন্য', 'সন্তান', 'তমসা' ছোটগল্পে। তারাশঙ্করের মানবেতর চরিত্র নিয়ে সার্থক ছোটগল্প 'কামধেনু', 'কালাপাহাড়', 'গোবিন্দ সিং এর ঘোড়া' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এছাড়া প্রেমের গল্প ও অতিলৌকিক গল্প রচনাতেও তারাশঙ্কর শিল্পসিদ্ধির স্তরে পৌঁছেছেন। তাঁর বিখ্যাত প্রেমের গল্প 'দীপার প্রেম' বিশেষ রসসমৃদ্ধ।

বিষয় বৈচিত্র্যে, প্লট নির্মাণে, গল্পের পরিণতি ও চরম মুহূর্ত সৃষ্টিতে ও সেই সঙ্গে নাট্যগুণ, প্রকৃতি চিত্রণ, চরিত্র চিত্রণ ও সংলাপ নৈপুণ্যে ও মানবিক আবেদনে তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ।

প্রমথনাথ বিশীর সমকালীন ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক জন শক্তিমান লেখক। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে 'কল্লোলের কুলবর্ধন' আখ্যা দিয়েছেন। কল্লোল কালের আদর্শ তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত হলেও মূলত তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। অভিজ্ঞতার শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তর জীবন কথা বাস্তব সচেতন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত তিনি আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মতো জীবন অন্বেষণ করেছেন। কল্লোলের ভাবোচ্ছ্বাস, আবেগ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেনি। তাঁর ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে ও যৌনতার চিত্র আছে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর ছোটগল্পগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রধান ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত সমাজের ভন্ডামি, হিংস্রতা, ছলনা, স্বার্থপরতাকে ছোটগল্পে বিশ্লেষিত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রধান ভূমিকম্প, টিকটিকি, ফাঁসি, বিপত্নীক, মহাকালের জটারজট ছোটগল্পে।

মানবমনের জটিল রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছদ্মবেশী রূপকে তিনি নির্মমভাবে আঘাত করে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন সিঁড়ি, বৃহত্তর ও মহত্তর, সরীসৃপ, আততায়ী, সমুদ্রের স্বাদ প্রভৃতি ছোটগল্পে তাঁর পরিচয় মেলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পালাবদলের ইঙ্গিত আছে। 'তাকে ঘুষ দিতে হয়', 'নমুনা', 'দু:শাসনীয়', 'আপদ', 'রাসের মেলা', 'ছিনিয়ে

খায়নি কেন', 'সাড়ে সাতশের চাল', প্রভৃতি ছোটগল্পে দাঙ্গা, মন্বন্তর ও বন্টন ব্যবস্থার বৈষম্য উপস্থাপিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ সচেতন ও বস্তুবাদ নির্ভর সার্থক ছোটগল্প হারানের নাত জামাই, ছেলেমানুষী, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, ফেরিওয়ালা, একটি বখাটে ছেলের কাহিনী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

নির্মোহ আসক্তিহীন বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল বিশেষ আস্থা, নীচুতলার মানুষদের নিয়ে তিনি অসংখ্য গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে চরিত্র, কাহিনী, উপস্থাপন কৌশল, বর্ণনাভঙ্গি, সংলাপ, ভাষা, গল্পের পরিণাম ও লেখকের জীবন দর্শন সার্থক ভাবে উপস্থাপন করেছেন যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"বস্তুত, তাঁর গল্পের সুদীর্ঘ বহমান ধারায় চিরদিনই বিভিন্ন প্রবণতার মেলবন্ধন ঘটেছে। তাই দেখি তাঁর প্রথম পর্বের গল্পে, যখন নর নারীর অবচেতনার জটিল মনস্তত্ত্বের ছবিই মুখ্য, সেই পর্বের বিভিন্ন গল্পেও অর্থনৈতিক দুর্গতি ও প্রতিবাদী মনোভাবের ছবি পাশাপাশি ফুটেছে। অন্যদিকে; শেষ পর্যায়ের অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর কালের গল্পে লেখকের অর্থনৈতিক ও শ্রেণীসংগ্রাম মূলক চেতনার প্রকাশ মুখ্য হলেও; নরনারীর মনস্তত্ত্বের জটিল রূপও সেখানে কোথাও কোথাও তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। লেখকের সুদীর্ঘ গল্পপ্রবাহে জীবন দৃষ্টির এই মিশ্র প্রতিফলন সত্ত্বেও তাঁর সমগ্র গল্পসম্ভারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন আমাদের সমীক্ষার সুবিধার জন্য। এই বিভাজন একান্তভাবে কালক্রমিক নয়, এটি মুখ্যত লেখকের বক্তব্য যা প্রবণতার মাপকাঠি অনুসারে। মানিকের গল্পধারায় যতই বিভিন্ন প্রবণতার মিশ্রণ বা পাশাপাশি অবস্থান ঘটুক, আপেক্ষিক প্রাধান্য বা গুরুত্বের বিচারে তার গল্পসাহিত্যের নানান ধারাকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করা চলে। আমাদের বিশ্বাস, মানিকের জীবন দৃষ্টির রূপান্তরের, তাঁর অন্তর্লোকের বিবর্তনের ছবিটিও ক্রমে উন্মোচিত হবে -

১) 'মধ্যবিত্ত নরনারীর জটিল মনস্তত্ত্ব'
২) 'নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী নরনারীর অর্থনৈতিক দুঃখ, দুর্গতি ও এর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ প্রয়াস।'
৩) 'মধ্যবিত্ত নরনারীর আর্থিক সংকট ও শ্রমজীবী মানুষের স্তরে তাদের ক্রম অবতরণ।'" [২৪]

খ) আশিসকুমার দের মতে ঃ

"চল্লিশ দশকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে তীক্ষ্ণ সংহত গল্পগুলিকে কোনভাবে বর্জন করা যায় না, বক্তব্যের কর্কশতা ছাড়িয়ে তারা নতুন কালের মহাকাব্য রচনা করেছে। বাংলা ছোটগল্পের গ্রোত্রান্তর, মানিকের শিল্পসৃষ্টির নবজন্ম সূচিত হয়েছে।" [২৫]

রবীন্দ্র ও শরৎ উত্তর বাংলা ছোটগল্পের কৃতী শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - জীবনরসিক শিল্পী ও পল্লী গার্হস্থ্য জীবনের রূপকার। মানবতাবাদী এই লেখককে রোমান্টিক ও নিসর্গরসিক শিল্পী বলে সমালোচকগণ আখ্যা দিলেও তিনি যে আধুনিক ও সমগ্র জীবন শিল্পী একথা আমাদের স্বীকার করতে বাধা নেই। জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন "তিনি বিশ্বাস করতেন যে আধ্যাত্মিক জীবন, মানবজীবন ও প্রকৃতিজীবন এই ত্রিবিধ জীবনের সমন্বয়ের ফলেই জীবনের সামগ্রতা রূপ রস সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি এই ত্রিতত্ত্ব সমন্বিত চেতনাকেই তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবন চেতনা বলে মনে করতেন।" [২৬]

বিভূতিভূষণ ২২৪ টি ছোটগল্পের স্রষ্টা। তন্মধ্যে তাঁর দেড়শ'র বেশী সার্থক রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প। ১৯টি গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাঁর গল্পসম্ভার। তাঁর প্রথম লেখা 'উপেক্ষিত' ছোটগল্পটি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশের পর পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন "বিভূতিভূষণের ছোটগল্পগুলি এমন শান্ত সহজ সুরে বাঁধা যে তাদের শ্রেণীবিন্যাস করবার কোন বিশেষ প্রয়োজন ঘটে না।" [২৭]

তবুও তাঁর গল্পগুলি খুঁটিয়ে পড়লে পাওয়া যায় প্রকৃতি বিষয়ক, অতিপ্রাকৃত, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, স্নেহ মমতা আশ্রিত, মৃত্যু চেতনা ও হাসির গল্প ও স্বপ্ন কল্পনা শ্রেণীর ছোটগল্প। কুশলপাহাড়ী, আচার্য কৃপালিনী কলোনী ও অসাধারণ গল্পত্রয়ে প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে দার্শনিক চেতনা যুক্ত হয়েছে। তাঁর 'কনে দেখা' গল্পটিও প্রকৃতি প্রেমের অনবদ্য নিদর্শন।

মমতাময় পৃথিবীকে ভালবেসে তিনি মমতার স্পর্শ অনুভব করেছেন মেঘমল্লার, দ্রবময়ীর কাশীবাস, বিপদ, পুঁইমাচা, মৌরীফুল প্রভৃতি ছোটগল্পে।

বিভূতিভূষণের তারনাথ তান্ত্রিকের গল্প, নুটি মন্তর, অভিশপ্ত, নাস্তিক, বউচন্ডীর মাঠ, আরক, হাসি, খুঁটি দেবতা, পেয়ালা, মেডেল, মশলাভূত, গঙ্গাধরের বিপদ, পৈত্রিক ভিটা ও অভিশাপ প্রভৃতি অতিপ্রাকৃতের আবহ সমৃদ্ধ রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প।

তাঁর সকৌতুক শ্রেণীর গল্পে প্রসন্ন তৃপ্তি খুঁজে পাওয়া যায়। উইলের খেয়াল, বৈদ্যনাথ, লেখক, জনসভা, পাঁচুমামার বিয়ে, ঠাকুরদার গল্প, একটি ভ্রমণ কাহিনী, আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা, বাক্সবদল, হারুন অল রসিদের বিপদ ও জহরলাল ও গড প্রভৃতি কৌতুকের প্রসন্ন ধারার অন্তর্ভুক্ত রসোত্তীর্ণ ছোটগল্প।

কাহিনী ভিত্তিক ও চরিত্র নির্ভর অজস্র গল্প তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। কাহিনীর পরিবেশন নৈপুণ্যে ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনে তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে। বৃহৎ বিশ্বের ছবি অঙ্কিত হয়ে আছে তাঁর খুকীর কান্ড, ঠেলাগাড়ী, উমারাণী, মৌরীফুল, রোমান্স, দাতার স্বর্গ, মরীচিকা, ভন্ডুলমামার বাড়ী, বাইশ বছর, যাত্রাবদল, জন্ম ও মৃত্যু, সই, বড়বাবুর বাহাদুরি, মণি ডাক্তার, পুরানো কথা, ডাইনী, বিধু মাস্টার, মাস্টার মশায়, বাঁশি, শান্তিরাম, কৃষ্ণলাল, সুহাসিনী মাসিমা প্রভৃতি ছোটগল্পে। মানুষের মর্মবেদনা তিনি সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পগুলোতে।

শুকদেব চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন ঃ-

"বিভূতিভূষণের বহু গল্পের কাহিনী কাঠামো আলাদা আলাদা হলেও গল্পের সূচনা, মধ্য অংশ এবং পরিণতি বা সমাপ্তির মধ্যে একটি প্রকৃতিগত মিল বা সাদৃশ্য নজরে পড়ে। তিনি কাহিনীটি শুনেছেন এবং নিজে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন - এই আটপৌড়ে আঙ্গিকটি ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। গল্পে ব্যক্তির বিশেষ উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতা - যা হয়ত ঘটেছিল কোন অতীতে, মধ্যজীবনের কোন এক মুহূর্তে। তারপর ঘটনাস্থলে পরিণত বয়সে পৌঁছে জীবন অভিজ্ঞতায় তার চেতনা সহসা উদ্ভাসিত হয়েছে নতুন এক তাৎপর্য ও সত্যের উপলব্ধিতে।" [২৮]

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী র মতে বিভূতিভূষণের প্রসাধনহীন ভাষা শিল্প সমৃদ্ধির পরিচায়ক। সংবেদনশীল শিল্পসৃষ্টির পরিচয়ে বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

পরিশেষে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

"বিভূতিভূষণের সমকক্ষ অথবা তাঁর চেয়েও নিপুণতর গদ্যশিল্পী হয়তো বাংলা সাহিত্যে আরও দুই একজন ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন, কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সে রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের গল্পগুলিতে তিনি যে জাতীয় রসসমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন ঠিক সেই শ্রেণীর রসসৃষ্টি আর কেউ কখনও করেছেন বলে আমার জানা নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে করতে পারবেন এমন আশাও পোষণ করি না। - অর্থাৎ গঠন পারিপাট্য, ঘটনা বিন্যাস কৌশল, রচনা নৈপুণ্যে, বর্ণনার বর্ণাঢ্যতা প্রভৃতি বহিরঙ্গঘটিত উৎকর্ষ তাঁর গল্পে যতখানি আছে অন্যান্য গল্পকারের রচনাতেও ততখানি আছে, তার চেয়েও বেশী থাকাও অসম্ভব নয়; কিন্তু রূপ সৃষ্টিতে এবং জীবন রস পরিবেশনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, অনন্য। Draftsman হিসাবে, এমনকি বিশুদ্ধ artist হিসাবে অনেক বেশী বড় - রসের রাজ্যের অধিকর্তা হিসাবে তিনি অতুলনীয়, Unique." [২৯]

বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলা ছোটগল্পের অদ্বিতীয় হাস্যরস স্রষ্টা হিসেবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয়। সাহিত্যের হাটে ছোটগল্পের পসরা নিয়ে তার আবির্ভাব। তাঁর প্রথম গল্প 'অবিচার' প্রবাসী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। বিচিত্রা ও প্রবাসী পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন হাস্যরসপ্রধান ছোটগল্প।

বিভূতিভূষণের প্রথম দিকের রচিত ছোটগল্পগুলিতে স্বল্প শিক্ষিত কিশোরী বধূ, দাম্পত্য প্রেম, বিবাহ বাসনা, অসম প্রেম, শিশু মনস্তত্ত্ব, অতিলৌকিক ও বিচিত্র চরিত্র প্রধান উপজীব্য বিষয়। রাণুর প্রথম ভাগ, শ্যামল বরণী, জালিয়াত গল্পে কিশোরী বধূর রমণীয় কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর দাম্পত্য প্রেমের গল্প গজভুক্ত, হারজিত, বিপন্ন, নাবোঢ়ার পত্র, কলতলার কাব্য, অকালবোধন, পৃথ্বীরাজ, খাঁটির মর্যাদা, বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বিবাহ বাসনা তাঁর যেসব গল্পে উপজীব্য হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে বিয়ের ফুল, নোংরা, বরযাত্রী, স্বয়ংবরা প্রভৃতি। তাঁর অসম প্রেমের গল্প আশা, প্রশ্ন, তাপস ও বর্ষা প্রভৃতি। তাঁর বাদল, ননীচোরা ও দাঁতের আলো প্রভৃতি গল্প শিশু সাহিত্যের উপযোগী অলৌকিক জগৎ নিয়ে লেখা। মানুষের নানা চরিত্রগত অসঙ্গতিমূলক ছোটগল্প রংলাল, ভূমিকম্প, একরাত্রি, নির্বাসিত, শোকসংবাদ, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি

ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন -

"গল্পগুলি প্রধানতঃ হাস্যরসমূলক হলেও হাস্যরসিকের লঘু দৃষ্টিভঙ্গির অন্তরালে যে কবি সুলভ সৌন্দর্যবোধ ও দার্শনিকের সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কাজেই বিভূতিভূষণের স্থান কেবল হাস্যরসিকদের মধ্যে নহে। তাঁহার রচনার কাব্যধর্মের উৎকর্ষ ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশীলতা ছোটগল্পের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিয়াছে।" ৩০

হিউমার, উইট ও স্যাটায়ার থাকলেও বিভূতিভূষণ ছিলেন রোমান্টিক হৃদয়বৃত্তির অনুসারী। তাঁর সিরিয়াস গল্প হৈমন্তী রসোত্তীর্ণ সন্দেহ নেই। তাঁর হাসির গল্প সংকলনের সংখ্যা ৩৮ টি।

অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ-

"সরসতার মাধুর্যময় প্রকাশ ঘটেছে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়।" ৩১

মঞ্জুলী ঘোষের মতে ঃ

"নির্মল হাস্যরস রচনায় তিনি অদ্বিতীয় সন্দেহ নেই কিন্তু লেখক হিসেবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আরও অনেক বড়। তিনি একজন অসাধারণ ভাষাশিল্পী। এমন সাহিত্য গুণান্বিত ভাষা তাঁর সমসাময়িক অনেকের ছিল না। হাসির গল্প, রোমান্টিক গল্প অনেক লিখেছেন। বিহার প্রবাসী বেশ কয়েকজন লেখকই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত: তাঁদের মধ্যে শেষ লেখক। গত শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি সর্বদাই সমসাময়িক লেখক ছিলেন। নববই বছর পার হয়েও তিনি আধুনিক থাকতে পেরেছিলেন।" ৩২

ভূদেব চৌধুরীর মতে ঃ-

"বিশ শতকের ক্লান্ত পথে বিভূতিভূষণ হলেন হারিয়ে - যাওয়া পুরাতন কালের পরিবারে রসস্নিগ্ধতার শিল্পী। তাঁর সকল গল্পের মধ্যে যেমন ব্যক্তিক স্পর্শের অনুভব রয়েছে, তেমনি মনে হয় প্রতিটি গল্পের নায়ক-নায়িকা স্রষ্টার অভিভাবকসুলভ স্নিগ্ধ অবধানের তলায় এক ঘরোয়া মধুর পরিবেশে পরিক্রমা করে ফিরছে- যেখানে বিশ্বসমুদ্রের কল্লোল, বিশ্ব হাটের কোলাহল স্নিগ্ধ রোমান্টিকতার স্বপ্নভাবনাকে বারে বারে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় না। সেই রোমান্টিকতার মধ্যেও আছে বিশ শতকের মধ্যভূমিতে বসে ঊনিশ শতকের স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়াতলে বেড়িয়ে আসতে পারার এক তৃপ্তি সুরভিত অনুভব।" ৩৩

বাংলার ছোটগল্পের জগতে বিচিত্র স্বাদের গল্প লিখলেন কাজী নজরুল ইসলাম্। নজরুলের ব্যথার দান, রিক্তের বেদন গল্প গ্রন্থের গল্পগুলোতে শৈলী বিন্যাস ও বিষয় বিন্যাসের দিক থেকে অভিনবত্বের দাবী না করলেও এক অদ্ভুত অভিব্যক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। ব্যথার দান গল্পগন্থে রবীন্দ্র প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে দুঃখ দহন মিশ্রিত অভিজ্ঞতাকে নিয়ে যে শতদল তিনি তুলে এনেছেন তা দিয়ে গেঁথেছেন পুষ্পমাল্য। তাই তো তাঁর লেখনীতে উদ্ভাসিত হয়েছে রক্ত বৃন্তের মাঝে আনন্দের শ্বেতকমল। পদ্ম ক্ষণকালের জন্য প্রস্ফুটিত হয় ঠিকই কিন্তু তাঁর রক্তিম আভা মানব মনে স্থান পরিগ্রহ করে চিরদিনের জন্য। দুঃখ যন্ত্রণার মাঝখানে আনন্দ এক চিরন্তন সম্পদ হিসেবে গণ্য। নিরানন্দময় জীবনে যখন আনন্দধবনী ভরিয়ে দেয় তাঁর এক শুভ প্রয়াস ব্যথার দান গল্পগ্রন্থের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। রাজবন্দীর চিঠি গল্পটি জেলখানার রাজবন্দীদের জীবন শূন্যতাকে স্থান দিয়েছেন। চরিত্র চিত্রণে, সৌন্দর্যায়নে, প্রেমের শুভ্রতায় ও কাহিনী বিন্যাসে নজরুলের ছোটগল্পগুলো পাঠক মনে বিশেষ স্থান পেয়েছে। নজরুলের লেখা গল্পে আছে ন্যারেটিভ ছাঁচে ধরা কবি স্বপ্নের প্রতিফলন।

জীবনানন্দ দাসের ছোটগল্পে ঘটেছে কবি চেতনার বহিঃপ্রকাশ। জীবনানন্দের ছোটগল্পে মিথুন সমীক্ষণের সন্ধান মেলে। চেতনা প্রবাহ তাঁর গল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জীবন অভিজ্ঞতার চাপে ব্যক্তি জীবনের বিবর্তন তাঁর ছোটগল্পের চরিত্রে পরিস্ফুট। দু চোখ ভরে সমকালীন জীবনের প্রতিবিম্ব তাঁর ছোটগল্পের মূল আঁধার। তাঁর গল্পের ভাষা এবং বিন্যাস রীতি সাংকেতিকতাযুক্ত। 'ছায়ানট' জীবনানন্দের প্রথম গল্প। একজন কবি যখন ছোটগল্প লেখেন তখন তাঁর লেখায় গীতিকবিতার সুর প্রতিধবনিত হয়। তাঁর গল্পের আবেদন ইন্দ্রিয় গোচর জীবন বোধ

নিয়ে। অতিবাস্তব চেতনায় অনুভবের বৃন্তে দোলায়িত হয় অসীম অনন্ত নীলাকাশে উজ্জ্বল আলোক বিন্দু। আত্মকথার ভঙ্গিতে লেখা দু চারটি চরিত্র নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন আলোচ্য গল্পটি। তাঁর গল্পের শেষে প্রতীকি ব্যঞ্জনা ঝংকৃত হয়েছে। গ্রাম ও শহরের ছোট গল্পটি জীবনানন্দের অনবদ্য সৃষ্টি যে গল্পের ব্যক্তির সীমানা থেকে সমাজ পরিধিতে উন্নীত হয়েছে। গল্পটিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ল্যান্ডস্কেপের মত উঠে এসেছে। জীবনানন্দের বিলাস গল্পটিতে বিষয়বস্তু, নামকরণ ও শব্দ বিন্যাসে কবিতার মত প্রতীকধর্মী। গল্পের আঙ্গিকে কবিতার খন্ডিত রূপ স্থান পেয়েছে। মূলতঃ জীবনানন্দের ছোটগল্পে মন্ময়ভাব কল্পনার প্রতিফলন ঘটেছে সেদিক থেকে স্বতন্ত্র ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর অন্যতম পরিচয়। সুব্রত রুদ্র জীবনানন্দের ছোটগল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন -

"জীবনানন্দের সব গল্পেই দাম্পত্য জীবনের নিস্ফল ব্যর্থতা কোথাও উগ্রভাবে, আবার কোথাও উদাসীন ও নির্মমভাবে বর্ণনা করতে হয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি গল্পেই নারী চরিত্রগুলি জেদী - অহঙ্কারী - অনমনীয় এবং সামাজিক সম্পর্কে বিচিত্রভাবে উদাসীন ও আত্মকেন্দ্রিক। গল্পগুলির মধ্যে পরিবেশ রচনায় কোথাও কোথাও কবিত্বের ছোঁয়া আছে, বিশেষ করে প্রকৃতির খুঁটিনাটি বিবরণের চিত্র - মনোযোগী পাঠককে বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়াবে।" [৩৪]

শ্রী ভূদেব চৌধুরীর মতে ঃ-

"জীবনানন্দের গল্পগুচ্ছ কবির-লেখা গল্প হয়েও গল্প-কলার স্বতন্ত্র দাবিতে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক অনন্য সংযোজন।" [৩৫]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ছোটগল্প অস্বাভাবিক মনোবিকারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যা ফ্রয়েডীয় যৌন তত্ত্বের প্রতিফলন। যৌন চেতনার অশ্লীল দিকটি তাঁর গল্পে উপস্থিত। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ছোটগল্পে নর নারীর এক দুর্নিবার যৌনকামনা এমন নগ্নভাবে চিত্রিত হয়েছে যা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। নিষিদ্ধ কামনার এক বিকৃত দিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছে। ঠান দিদি ছোটগল্পটি উগ্র যৌন চেতনা যুক্ত গল্পের পর্যায়ভুক্ত। ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার আলোকে আর একজন ছোটগল্পকারের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে তিনি হলেন যুবনাশ্ব। মূলত' তিনি অশ্লীল বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর গল্পগুলো সাজিয়েছেন। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণে তিনি সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন চিত্র তিনি অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিষিদ্ধ প্রেম, কামনা বাসনা তাড়িত মানুষের ইতিকথা অসঙ্কোচে লিখে তিনি তাঁর গল্প ভান্ডারকে ভড়িয়ে তুলেছেন।

গল্প ও উপন্যাস দুটি শাখাতে বনফুল ছিলেন সার্থক শিল্পী। তাঁর ছোটগল্পের সৃষ্টিসম্ভার ছিল বিপুল। বনফুলের ছোটগল্পগুলি বিষয় বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক প্রকরণগত অভিনবত্বের জন্য পাঠক সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। প্রখর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি জীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ ও জীবনসত্যের উপলব্ধি করেছেন ছোটগল্পের মাধ্যমে।

'বনফুলের ছোটগল্প' নামে প্রথম সংকলিত গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, সুদীর্ঘ জীবনে তিনি ২৮টি গল্পগ্রন্থ লিখে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বনফুলের আরো গল্প (১৯৩৮), বাহুল্য (১৯৪৩), বিন্দু বিসর্গ (১৩৫১), অদৃশ্য লোকে (১৯৪৭), অনুগামিনী (১৩৫৪), তন্বী (১৩৫৯), নবমঞ্জরী (১৩৫১), উর্মিমালা (১৩৬২), সপ্তমী (১৩৬৭), দূরবীন (১৩৬৮), বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৫), বনফুলের গল্পসংগ্রহ প্রথম ভাগ (১৩৬২), বনফুলের গল্পসংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ (১৩৬৪), প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে বৃহত্তের ব্যঞ্জনা। তাঁর পশুপ্রীতি মূলক, রূপক ও প্রতীক ধর্মী, ভৌতিক ও অলৌকিক এবং শিশু সাহিত্য বিষয়ক ছোটগল্পগুলো শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্য দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য । চুনোপুটি, ঋণশোধ, চম্পা, মিশিক, যোগেন পন্ডিত, যুগল যাত্রা, টিয়া চন্দনা ইত্যাদি তাঁর প্রথম শ্রেণীর ছোট গল্প। বিষয় বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণে বনফুলের সঙ্গে ওহেনরির তুলনা করেছেন বিভিন্ন সমালোচক।

ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বনফুলের সাহিত্য বিচার করতে গিয়ে লিখেছেন -

" বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যান বস্তু সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানারূপ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের যাচাই পাঠককে বিস্ময় উৎপাদন করে ।" [৩৬]

ক) বনফুলের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে সাহিত্যিক বন্ধু পরিমল গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, "তোমার কল্পনা বহুবিস্তারী। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল

ঘুরে আসা তোমার পক্ষে এক নিঃশ্বাসের ব্যাপার। তুমি যা দেখেছ, যা শুনেছ, তার যেখানেই চিত্রধর্মিতা আছে তাকেই তুমি বেঁধে ফেলেছ গল্পের চেহারায়। যেন ফোটোগ্রাফের প্লেটের উপর তড়িৎগতিতে তার ছাপ পড়ে গেছে। বাক্যের বৃথা ব্যয় নেই, সহজ সরল ছবি।" ৩৭

খ) ডঃ নিশীথ মুখোপাধ্যায় বনফুলের গল্পপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"যাঁদের সাহিত্য সাধনায় বাংলা ছোটগল্প আজ বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বনফুল তাঁদের অন্যতম, তাঁর ছোটগল্পে মানব জীবনের বহু বিচিত্ররূপ ফুটে উঠেছে, তাঁর গল্পে কখনো মানব জীবনের প্রবহমান স্রোতধারার উপরিভাগের তরল হাল্কারূপ, কখনো হৃদয়সত্তার গভীরে প্রবেশ করে মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের প্রকাশ, কখনো মনের চরিত্রের অকস্মাৎ স্ববিরোধিতার প্রকাশ, কখনো বা আত্মানুসন্ধান লক্ষ্য করি। লিরিকের মূর্চ্ছনা বনফুলের ছোটগল্পে বহু স্থানে দেখা যায়। তবে বনফুলের ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য দিক হল রূপরীতি (Form) ও প্রকাশভঙ্গি। এই রূপরীতি ও প্রকাশভঙ্গির জন্য বনফুল পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করতে পেরেছেন।" ৩৮

গ) ডঃ সুকুমার সেনের মতে ঃ

"বনফুলের গল্পে জীবনের ছবি ফুটেছে - ফটোগ্রাফ ওঠে নি। এও তাঁর গল্পের এক বিশিষ্টতা। বহুদিন পূর্বে প্রভাতকুমারের গল্পে এই রকম আস্বাদ কিছু পাওয়া গিয়েছিল। তবে প্রভাত বাবুর গল্পের ছবিতে খুশির উজ্জ্বল আলো পড়েছে, বনফুলের গল্পে খুশি - অখুশির আলোছায়ার আলপনা আঁকা হয়েছে।" ৩৯

কল্লোলের পাশাপাশি বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী ও শনিবারের চিঠির লেখক হিসেবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য চর্চার মিলনক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে গুরু হিসেবে মেনে নিয়ে যাদুময়ী ভাষার সাহায্যে গল্পগ্রন্থন কৌশলে কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধনে ও চরিত্র চিত্রণে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য শরদিন্দু যথার্থই বঙ্কিম শিষ্য।

ব্যোমকেশ সিরিজের গল্প, মানব জীবনের রহস্য উন্মোচক গল্প, অলৌকিক গল্প, হাস্য ও কৌতুক রসের গল্প, ঐতিহাসিক গল্প, সামাজিক গল্প তিনি লিখেছেন। তাঁর গল্প 'পথের কাঁদি', শিশুপাল বধ গল্প ও ব্যোমকেশ বক্সী চরিত্রে লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। মানব জীবন রহস্য উন্মোচক শ্রেণীভুক্ত গল্পের মধ্যে চিড়িয়াখানা, দুর্গরহস্য, চিত্র চোর, চোরাবালি, অর্থমনর্থ, বহ্নি পতন, রক্তের রাগ, শৈল রহস্য, মগ্নমৈনাক, বেনী সংহার, আদিম রিপু, অদৃশ্য ত্রিকোণ, কহেন কবি কালিদাস প্রভৃতি সার্থক ছোট গল্প। অতিলৌকিক শ্রেণীভুক্ত গল্পের মধ্যে রক্ত খাদক, অশরীরী, প্রেতপুরী, সবুজ চশমা, দেহান্তর, মালকোষ, টিকটিকির ডিম, অন্ধকার, মরণ ভোমরা, বহুরূপী, প্রতিধবনি, ভুত ভবিষ্যৎ , দেখা হবে, শূন্য শুধু শূন্য নয়, মধুমালতী, নীলকর, কালো সোনার গল্প, প্রত্ন কেতকী প্রভৃতি ছোটগল্পে ভৌতিক রস ও গল্পরস পরিবেশন গুণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্পে হালকা হাসি ও বিশুদ্ধ কৌতুক রস পরিবেশিত হয়েছে এরূপ ছোটগল্পগুলোর মধ্যে কর্তার কীর্তি, তিমিঙ্গিল, ভেন্ডেটা, জটিল ব্যাপার, বহু বিঘ্নানি, মনে মনে, আদিম নৃত্য, তন্দ্রাহরণ, কুতুব শীর্ষ, নাইট ক্লাব, আরবসাগরে রসিকতা, ঝি, অসমাপ্ত, ভূতের চন্দ্রবিন্দু, সেকালিনী, আদায় কাঁচকলায় প্রভৃতি গল্প গভীর মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ। ঐতিহাসিক গল্পগ্রন্থ জাতিস্মর, চুয়া চন্দন, বিষকন্যা, সাদা পৃথিবী, এমন দিনে, শঙ্খ কঙ্কণ প্রভৃতি ছোটগল্পে ঐতিহাসিক কাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রেমের গল্পে অসামাজিক প্রেমকে যথার্থভাবে প্রেমের মর্যাদা দিয়েছেন। হাসি কান্না, রোমান্স, মেঘদূত, গোপন কথা, অপরিচিতা ভাগ্যবন্ত, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গ, অষ্টমে মঙ্গল, কানু কহে রাই, ঘড়িদাসের গুপ্ত কথা, এমন দিনে, সু অমিত রমণী, পতিতার পত্র, গোদাবরী, কালস্রোত, বুড়ো বুড়ি দুজনাতে, রমণীর মন, প্রেম প্রভৃতি গল্পগুলো নর নারীর প্রেম ও মনস্তত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে যা পাঠকমানসে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

ছোটগল্পকার মনোজ বসুর নিপুণ লেখনী বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। মূলতঃ তাঁর ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গল্পের পরিণতিতে মনস্তাত্বিক দিকের আলোকপাতে। তাঁর গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি বাংলাদেশের যশোর জেলার গ্রাম্য প্রকৃতি এবং কলকাতার রূঢ় বাস্তব জীবন। তাঁর গল্পের বঙ্গঋতুর চিত্রময় রূপ পরিস্ফুট হয়েছে সবুজ সজল স্নিগ্ধ বঙ্গের বরষা দিগন্ত প্রসারিত ধানক্ষেত চাষীর খোলা মনের গান ও বিল প্রান্তবর্তী মানুষের সুখ দুঃখ হাসি গান যেমন উপজীব্য হয়ে উঠেছে অন্যদিকে নাগরিক নিঃসঙ্গতা তাঁর গল্পের বিষয় বস্তু রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছে যা বঙ্গ সরস্বতীর ভান্ডারকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। মূলতঃ তাঁর প্রকৃতি প্রধান ছোটগল্পগুলিতে মানবজীবনের আলেখ্য উপজীব্য হয়েছে।

"প্রাকৃতিক পরিবেশ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন মনোজ বসু বার বার, বার বার মানবিক জগতে ফিরে আসতে; যে মানুষ মাটির মানুষ, মনোজ বসুর তাদেরই কাছাকাছি লেখক ।" ৪০

জন্মসূত্রে মনোজ বসু দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের সুন্দর বন অঞ্চলের সন্তান হয়েও প্রকৃতিকে দেখেছেন মন কাড়ানিয়া প্রিয় বান্ধবী রূপে, কখন মাতৃ রূপে আবার কখন ভয়ঙ্করী রূপে। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য চর্চায় মনোজ বসু আমাদের উপহার দিয়েছেন বিচিত্র স্বাদের দেড়শো ছোটগল্প। প্রেমের গল্প, ঐতিহাসিক, রোমান্টিক গল্প, রাজনৈতিক গল্প ও গরীব শ্রেণীর আনন্দ বেদনার গল্প লিখে তিনি ছোটগল্পকার হিসেবে পাঠক মানসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। বনমর্মর (১৯৩২), নরবাঁধ (১৯৩৩), দেবী কিশোরী (১৯৩৪), পৃথিবী কাঁদে (১৯৪০), একদা নিশীথ কালে (১৯৪২), দুঃখ নিশার নিশি (১৯৪৪), কুলু (১৯৪৮), খাদ্যোত (১৯৫০), কাঁচের আকাশ (১৯৫১), দিল্লী অনেক দূর (১৯৫১), কুমকুম (১৯৫২), কিংশুক (১৯৫৭), মায়াকন্যা (১৯৬১), গল্প পঞ্চাশৎ (১৯৬২), কনক লতা (১৯৬৬), ওনারা (১৯৭০) প্রভৃতি গল্প গ্রন্থ মনোজ বসুর অন্যতম সৃষ্টি।

বনমর্মর ও রায়রায়ানের দেউল ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক গল্পে ঐতিহ্য প্রীতি ও সামন্ত যুগের রোমান্টিকতার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই। ভালোবাসার গল্প 'একদা নিশীথ' 'কালের হাসি', 'হাসি মুখ', 'রাত্রি', রোমান্সরস আছে যার শিল্পমূল্য অসাধারণ। তাঁর রাজনীতি প্রধান ছোটগল্পে রাজনীতি চেতনার বলিষ্ঠ দিক এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। মনোজ বসুর প্রথম লেখা ছোটগল্প 'বাঘ' যে গল্পে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ছবি আছে। গল্পটির পরিচিত পাঠক মানসে নাড়া দিয়েছে। অতিপ্রাকৃতের প্রতি অখন্ড বিশ্বাসমূলক ছোট গল্প হিসেবে 'প্রেতিনী', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি অতিলৌকিক গল্প রচনায় মনোজ বসুর সাফল্য নিঃসন্দেহে অনন্যতা দান করেছে। কোন কোন গল্পে সমালোচক তাকে গাল গল্প রসিক কথা কলাবিদ্ আখ্যা দিলেও তাঁর প্রতিভার অবমূল্যায়ন হয় না। কি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, কি চরিত্র নির্মাণে, কি কাহিনী গ্রন্থনায়, কি ভাষা বিন্যাসে, কিংবা বর্ণনা গুণে মনোজ বসুর ছোটগল্পগুলো সমৃদ্ধির শীর্ষচূড়ে অবস্থান করতে পেরেছে।

মনোজ বসুর প্রকৃতি চেতনা ছিল স্বতন্ত্র, প্রকৃতিকে প্রদীপ করে সে প্রদীপের আলোয় ঘটনা কাহিনী, চরিত্রকে অনবদ্য ভাবে ছোটগল্পে উপস্থাপন করেছেন। 'তাঁর' ছোটগল্পের প্রকৃতি চেতনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডঃ বীরেন্দ্র দত্ত মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেনঃ-

"মনোজ বসুর প্রকৃতি - ভাবনায় নিশ্চিতভাবে রোমান্টিকতার নিবিড় মিশ্রণ ছিল। ছিল প্রকৃতি - কেন্দ্রিক উচ্ছ্বাস ও আবেগময়তা। প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে এনে তার মধ্যেই একস্ট্রা গভীর অর্থের ব্যঞ্জনা দেওয়ার প্রয়াস। প্রকৃতি মুখ্য আধেয় মানুষ তার উপযুক্ত আধার।" [৪১]

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনোজ বসুর ছোটগল্প প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন -

"মনোজ বসুর রচনার মধ্যে তাঁহার 'বন-মর্মর' -এ আরণ্য প্রকৃতির মর্মস্থানে যে অতি প্রাকৃতের ব্যঞ্জনা গুপ্ত থাকে, তাহা তিনি অতি নিপুণতার সহিত ও মনস্তত্ত্বানুমোদিত উপায়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'বন-মর্মরই' তাঁহার সর্বপ্রধান গল্প। গঠন কৌশল, ব্যঞ্জনা সমাবেশ, সম্ভাবনীয়তার সীমার মধ্যে কল্পনাসংকোচ - এই সমস্ত গুণে ইহা অতিপ্রাকৃত জাতীয় গল্পের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।" [৪২]

সতীনাথ ভাদুড়ী বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যকে মেনে না নিয়ে নিজস্ব ভাবধারায় যে গল্পগুলো রচনা করে গেছেন সেগুলোর কাল পরিধি পাত্র পাত্রী ও ভৌগোলিক অবস্থান বিহারের শুষ্কমাটি। অথচ সেই অনুর্বর মাটিতে তিনি কি করে ছোটগল্পের সজীব প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছেন তা নি:সন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। মূলতঃ বিহারের সুদক্ষ চিত্রকর রূপে তিনি অসাধারণ ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন যা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর ছোটগল্পে আছে বৈচিত্র্য আছে নতুনত্বের স্বাদ। সতীনাথের গল্পকে ড্রয়িং রুমের আশ্রিত গল্প বলে অনেক সমালোচক উপেক্ষা করলেও তাঁর প্রবাসী জীবনের গল্পগুলোতে নি:সন্দেহে সমাজজীবনের দলিল, রাজনীতি ভাবনা ও সরকারী শাসনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোকে তিনি তাঁর গল্পে যথার্থ ভাবে প্রকাশ করেছেন। অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেও তাঁর লেখনীর জাদু স্পর্শে অসাধারণত্ব সৃষ্টি করেছে। তাকে মূলতঃ বাস্তববাদী বলে চিহ্নিত করলেও তিনি যে কল্পরাজ্যে অবাধ বিচরণ করেছেন একথা পাঠক মাত্রের অজানা নয়। যদিও তাঁর অনেক গল্প কৌতুকরস ও রঙ্গব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে তার কল্পনা শক্তির পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন রূপ রীতির তথা আঙ্গিক বিশ্লেষণে একজন সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবে সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তাঁর শিল্পী সুলভ মানসিকতার পরিচয় বহন করে সতীনাথের ৭ খানি গল্পগ্রন্থের মোট ৫৯ টি ছোটগল্প। গণনায়ক (১৯৪৮), চিত্রগুপ্তের ফাইল (১৯৪৯), অপরিচিতা (১৯৫৪), চকাচকী(১৯৫৬), পত্রলেখার বাবা (১৯৬১), জল ভূমি (১৯৬২), অলোক দৃষ্টি (১৯৬৪) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ সতীনাথের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বাঙালী পাঠক সমাজ সতীনাথকে জাতীয় ছোটগল্পকারের মর্যাদা দিতে ভুলে যায় নি। তাঁর 'গণনায়ক', 'বন্যা', 'আন্টাবাংলা' প্রভৃতি ছোটগল্পে পরাধীন ভারতের অত্যাচারী শোষক ইংরেজদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার অনবদ্য 'ভূত', 'পরিচিতা' গল্পে আঞ্চলিকতার রস উৎসারিত রয়েছে। 'ফেরবার পথ' সতীনাথের উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প। ভ্রমণ কাহিনীর রীতিতে অলোচ্য 'ফেরার পথ '

গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। 'ষড়যন্ত্র মামলার রায়' ছোটগল্পে আইনজীবী রূপে পূর্ণিয়া কোর্টে ওকালতির অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। 'অমাবস্যা' গল্পটি আত্মকথন কৌশলে লিখিত। সতীনাথের ঈর্ষা, চকাচকী, বৈয়াকরণ, ডাকাতের মা, বিবেকের বন্দী, মুষ্ঠিযোগ, রাজকবি,কলঙ্ক তিলক, রক্তের স্বাদ, মুনাফা ঠাকুরণ, কম্যান্ডার-ইন-চিফ, কণ্ঠকন্দুতি, একটি কিংবদন্তীর জন্ম, পুতি গন্ধ, ধস, মহিলা-ইন-চার্জ, চরণ দাস - এম.এল.এ, দুই অপরাধী, পদাঙ্ক, হিসাব নিকাশ, অলোকদৃষ্টি, জাদুগন্ডি, ব্যর্থতপস্যা, পরকীয় সন-ইন-ল, তিলোত্তমা, সংস্কৃতি সংঘ, ভীষণা, জোড়-কলম, গোঁজ প্রভৃতি গল্প সতীনাথের রসোত্তীর্ণ গল্প হিসেবে বিশেষ ভাবে পরিচিত।

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঃ-

"এই প্রবাসী বাঙালী লেখক সতীনাথ ভদুড়ী সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলির মন্তব্য 'তিনি লেখকের লেখক।' কথাটি বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনন্য ভূমিকা রচনা করে। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কাল স্বল্প (১৯৪৮-১৯৬৫ খ্রী:), গল্প উপন্যাসের সংখ্যা নামমাত্র। অথচ বিষয় সম্পর্কে তাঁর বিদগ্ধ মানসিকতা, সমাজদর্শন প্রসঙ্গে গভীরতর চিন্তা ভাবনা, আঙ্গিক নিয়ে নিত্যনব পরীক্ষা প্রমাণ করে সতীনাথ স্বল্পতম সৃষ্টি করেও বিরলতম শিল্পী।" [৪৩]

সাহিত্য সমালোচক স্বস্তি মন্ডল "সতত সন্ধানী ছোটগল্পকার সতীনাথঃ কয়েকটি ছোটগল্প" প্রবন্ধে সতীনাথের ছোটগল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন -

"সতীনাথ ঔপন্যাসিক না ছোটগল্পকার, এ তর্ক বৃথা। কারণ; উপন্যাসের মতই ছোটগল্পেও তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সতত সন্ধানী লেখক জনমনে জীবনকে ধরে রেখেছেন ছোটগল্পের বিচিত্র আধারে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর গর্জন শুনেছেন; খন্ডের মধ্যে অখন্ডের উল্লাস দেখেছেন। তাঁর প্রতিটি ছোটগল্পের মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান সচেতনতার স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। মানুষকে সমাজকে দেখেছেন দ্বন্দ্বমুখর ও পরিবর্তনশীল রূপে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা নির্ভর জীবন ও ঘটনা হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটগল্পের বিষয়। চারপাশের চেনা - শোনা সহজ সরল সাধারণ নির্বোধ অশিক্ষিত চরিত্র নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। এইসব মানুষের আচার - আচরণের মধ্যে থেকেই সামাজিক ইতিহাসের বহমান স্রোতটিতে ধরতে চেয়েছেন।" [৪৪]

সবুজ পত্র পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লেখক হিসাবে পরিচিত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অন্তঃশীলা উপন্যাসের ভূমিকা অংশে তিনি নিজেকে প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য বলে বারবার স্বীকার করেছেন। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও ধূর্জটিপ্রসাদ কিন্তু গুরুর প্রদর্শিত পথকে আক্ষরিক ভাবে মেনে নেন নি। সবুজ পত্র গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ 'নতুন ও পুরাতন - বক্তব্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য - এই দুটি প্রধান উপাদান থাকায়' তাঁর ছোট গল্পে প্লটে বুদ্ধি বাদের মুক্তি ঘটেছে কিন্তু প্লট সেখানে প্রাধান্য পায় নি। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার গ্রন্থের লেখক ভূদেব চৌধুরী উল্লেখ করেছেন "ধূর্জটিপ্রসাদের লেখনীতে প্লটের ভূমিকা বুদ্ধির আলোক প্রতিফলনের মাধ্যম হিসাবে ... প্লট কেবল তার উপলক্ষ্য। আর তার এই সচেতনতার কাছে সে প্লটের মূল্য কেবল গল্প দেহ সৃষ্টির একটি আবশ্যিক আঙ্গিক হিসেবে, তার চেয়ে বেশী জীবনমূল্য তার নেই।" [৪৫]

ধূর্জটিপ্রসাদের একদা তুমি প্রিয়ে ছোটগল্পটি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আলোচ্য গল্পে ধূর্জটিপ্রসাদের স্টাইলে প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধির খেলা, বিশ্লেষণভঙ্গি অনেকটা শিথিল এবং আঙ্গিকে রয়েছে পরীক্ষা মূলক মিশ্র পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ। রিয়ালিস্ট গল্পটিতে রয়েছে বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য। তিনি আলোচ্য গল্পে যে প্রেম কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন তা রস সৃষ্টির অন্তরায় হয়েছে সন্দেহ নেই। মূলত: তিনি চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ আগ্রহী। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টিতে এব বাস্তব প্রসঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকের স্তরে পৌঁছতে পারে নি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদের ছোটগল্পের মূল্যায়ন করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে ঃ-

"ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর গল্প রূপায়নের অজস্র সন্ধানী একস্‌পেরিমেন্ট, গল্পের এক দেহে অনেক অঙ্গিকের বিমিশ্রিতা, চরিত্র বিস্তারের উপলক্ষ্যে গল্পের পরিবেশ ও বাস্তব প্রসঙ্গ রহিত বিতর্কের অবতারণা, প্লট এর নামমাত্র আধারে তর্ক - বিশ্লেষণ প্রধান প্রবন্ধ - শৈলীর প্রয়োগ। এক কথায় তাঁর গল্প রচনা আসলে গল্প লেখার শিল্প খেলা।" [৪৬]

রবীন্দ্র পরিমন্ডলে আবর্তিত হয়ে যিনি কথাসাহিত্যে দ্বিতীয় ভুবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি হলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ শহর তাঁর জন্মভূমি হলেও অধ্যাপনা সূত্রে দেশে বিদেশে পরিভ্রমণ করে যে বিচিত্র

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় গজেন্দ্রকুমারের ছোটগল্প প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"গজেন্দ্রকুমার মিত্রের ছোটগল্পের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য - প্লটের বৈচিত্র্য ও শিল্পোৎকর্ষ, আর গল্প - কল্পনার অসাধারণ ব্যাপ্তি। তাঁর প্রত্যেকটি ছোটগল্পে কিছু না কিছু ঘটে থাকে (Something happens), চিন্তা, অনুভূতি বা স্থূল ঘটনা ঘটেছে - তার প্রবহমান গতিধারা একটি শিল্প - সঙ্গত সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে। আর সেই প্লটের পরিকল্পনার মৌলিকতা ও পরিবেশন - নৈপুণ্যও তুলনা বিহীন। তার মানে এই নয় যে, তিনি প্লট সর্বস্ব গল্প-ই লেখেন। নানা ধরনের ও রীতির গল্প তিনি লিখেছেন। তাঁর গল্পের জগৎ বহুব্যাপ্ত। নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন ও গ্রামীণ জীবন, অতীত ইতিহাসাশ্রয়ী চড়া - সুরে - বাঁধা জীবন, সুদূর মহাভারতীয় যুগের জীবন, অলৌকিক অভিজ্ঞতার বিরল মুহূর্ত, বহির্জীবনের সংঘাত - প্রতিক্রিয়ায় মথিত অন্তর্জীবনের জটিল মুহূর্তে তাঁর গল্পে পেয়েছে শিল্পরূপ।" [৪৮]

মনস্তত্ত্ব প্রধান ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিত সুমথনাথ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। সুমথনাথ ছিলেন বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের অন্যতম রূপকার। গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী ও সুমথনাথ ঘোষ এরা ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনে অধ্যয়ন কালে নিজস্ব গল্প রীতিতে তাঁর গল্পের শুভারম্ভ ঘটে। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ব ব্যাখ্যায়, মানুষের অবচেতন মনের রহস্য উদ্ঘাটনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন সুমথনাথ। ১৯৩৫ সালে 'স্বচিত্র শিশির' নামে তাঁর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরিণত বয়সে এই গল্পের বিষয় বস্তু নিয়ে 'জায়া ও জননী' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন 'জটিলতা' (১৯৪১), গ্রন্থ নামের গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল যমুনা পত্রিকায়। এছাড়া 'রূপ থেকে রূপে', 'যখন পলাশ ফোটে', 'মরণের পরে' (১৩৮৩), ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা (১৩৮০) তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ।

সুমথনাথ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প 'এর ভূমিকায়' প্রমথনাথ বিশী সুমথনাথের গল্পের মূলধন যে দুঃখ বেদনা ও নৈরাশ্য এরূপ জোড়াল মন্তব্য করেছেন - ' "এই যে সংকলনের সব গল্পগুলি অথবা প্রায় সব গল্পগুলি জীবনের দুঃখের উপাদানে গঠিত। 'ছায়া সঙ্গিনী', ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী, 'এই যুদ্ধ', দারিদ্রের কাহিনী, 'বাড়ির কর্তা' বৃদ্ধ কর্তার অসহায় বার্ধক্যের বর্ণনা। 'রঙ খেলা' মুমূর্ষুর রোমান্স, 'প্রতিবেশী' হৃদয়হীনতার গল্প, 'আড় চুড়ি', সদ্য বিধবার মোহ ভঙ্গের বিবরণ। 'কলহ' গল্পটি সাধিব পত্নী কিভাবে স্বামীকে জানিয়া শুনিয়া অধঃপাতের পথে ঠেলিয়া দিতেছে তার বর্ণনা। 'চেঞ্জার', গল্পটিতে পাই দারিদ্রের একটি রূপ - কিন্তু মাঝখানে আয়রনি আসিয়া পড়িয়া দুঃখকে আরো উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। 'কুহু', 'বৃষ্টি এলো' গল্প দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীর্ণ বালির মধ্যে কুহুধ্বনি প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পড়ে শহরে বৃষ্টি না নামিয়া দারিদ্রজীর্ণ নরনারীর জীবনে অভাবিত রসের সঞ্চার করিয়াছে। মুহূর্ত পূর্বে তাহারাও রাখিত না মনের এ সংবাদ। লেখক চোখে কলম দিয়া দেখাইয়া না দিলে পাঠকও কল্পনা করিতে পারিত না।" [৪৯]

লেডিজ সীট গল্পটি রূপ থেকে রূপে গল্প সংকলনের উল্লেখযোগ্য গল্প। গল্পটিতে নারী ও পুরুষের অহংকারকে চূর্ণ বিচূর্ণ হতে দেখা যায়। 'যখন পলাশ ফোঁটে' গল্পগ্রন্থের 'দুয়ে' গল্পে সুমথনাথ মনো গহনের দ্বৈতরূপ আলোকপাত করেছেন। সমালোচক সুমথনাথ ঘোষকে দুঃখ বেদনার রূপকার বললেও প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন মনগহনের আলো আঁধারি পরিবেশের অন্যতম রূপকার। জীবনের অন্তর্গূঢ় জটিলতা, কুটেষনা সম্ভোগ উল্লাসকে তিনি সহজ ভাবে তাঁর ছোট গল্পে তুলে ধরেছেন। জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসী সুমথনাথের 'মরণের পরে' গল্পগ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় জীবিত ও মৃতের সম্পর্ক স্থাপন, সেই সঙ্গে বন্ধন ও আসক্তির এক রোমান্টিক কাহিনী। 'ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা' গল্পগ্রন্থটির প্রতিটি গল্প বেশ চমকপ্রদ। অসংখ্য ঘটনাপুঞ্জ-কে তিনি সার্থক ও সুন্দর ভাবে মালার মতন সাজিয়ে তুলেছেন। বাংলাদেশের রক্তাক্ত গণ অভ্যুত্থান আলোচ্য গল্পগ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয়। সুমথের জীবনদর্শন ও রচনারীতি প্রশংসনীয় এতে কোন সন্দেহ নেই। গ্রন্থন নৈপুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে চিত্রণ সামর্থের পরিচয় দিতে পেরেছেন সেদিক থেকে ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি সার্থক।

"অন্নদাশঙ্কর রায় কল্লোল তট দিগন্তে একজন অনন্য শিল্পী। সুদূরের পিয়াসী রূপে বাংলার ছোটগল্প জগতে তাঁর আবির্ভাব "আমাদের সৃষ্টিতে অতি দূর ভবিষ্যতের সেখানে যত মানুষ আছে সকলের হাতে দেবার মত করে যেতে হবে। তারাও জিনিস ভাঙ্গবে বটে, কিন্তু ওর ভেতরে যে টুকু খাঁটি সোনা থাকবে, সে টুকু ফেলে দেবে না।" [৫০]

এই সুদূর আকাঙ্ক্ষার স্রষ্টা অন্নদাশঙ্কর। 'আমার কথা অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাক্ষাৎকার' থেকে আমরা জানতে পারি অন্নদাশঙ্কর জীবনে ৫ জন দেশী বিদেশী সাধক মনস্বী ও শিল্পীর কাছে ঋণী তাঁরা হলেন টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, রম্যারলা ও প্রমথ চৌধুরী। টলস্টয়ের গল্পের অনুবাদ গ্রন্থ 'তিনিটি প্রশ্ন' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে প্রবাসী পত্রিকায়। তাঁর এরপর দুজনায় (১৯২৮) ও বালিকা বঁধূ (১৯৩০) মৌলিক গল্পদুটি প্রকাশিত হয়। মোট ৭টি গল্পগ্রন্থ অন্নদাশঙ্কর আমাদের উপহার দিয়েছেন। গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে প্রকৃতির পরিহাস (১৯৩৪), দু কান কাটা (১৯৪৪), হাসন সখী (১৯৪৫), মন পবন (১৯৪৬), যৌবন জ্বালা (১৯৫০), কামিনী কাঞ্চন (১৯৫৪), রূপের দায় (১৯৫৮), সংকলিত গল্প (১৯৬০) সেখানে প্রথম তিনটি গল্পগ্রন্থে নির্বাচিত গল্পগুলি স্থান পেয়েছে। কথা গল্পসংকলনে শেষ দুটি গল্পগ্রন্থ এবং জীবনের

অন্তিম পর্বের রচিত গল্পগুলি স্থান পেয়েছে। তিনি মূলতঃ তাঁর গল্পে সত্য জিজ্ঞাসা রূপ জিজ্ঞাসা ও জীবন জিজ্ঞাসার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর লেখা শতাধিক গল্পে এই ধ্যান ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'রাণী পসন্দ', 'পিয়াসী', 'বারুণী' অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। খন্ড থেকে অখন্ডে সীমা থেকে অসীমের ব্যঞ্জনা অন্নদাশঙ্করের ছোটগল্পের বক্তব্যে ভাবে ভাষায় উৎসারিত হয়ে আছে, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তিনি জটিল বিষয়কে সহজ
সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন।

"একমাত্র হাস্য রসিক গল্পকার রূপে পরিমল গোস্বামী বাংলা ছোটগল্পের জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে সাহিত্য জগতে পরিচিত হয়ে আছেন। তাঁর ব্যঙ্গ গল্পে ব্যক্তি জীবনের অসংগতি গুলোকে স্থান দিয়েছেন।'মারকে লেঙ্গে' গল্পগ্রন্থে লেখক বলেছেন "স্থায়ী সাহিত্য কর্মে যুগের সত্য চিরন্তনতা লাভ করে, - কিন্তু তার হাসির গল্পে নাকি ক্ষণকালীন হুজুগের অতিশয্যই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে।" ৫১

আবার 'ম্যাজিক লন্ঠন' গ্রন্থের 'হাসির উপকরণ' প্রবন্ধে পরিমল গোস্বামী বলেছেন - "আমাদের জীবনে হাসির উপকরণ নানাবিধ, - প্রভাবিত মানুষের জীবনে অসংগতির যে এত দিক আছে, সেইটিকে একটু বাড়িয়ে দেখলেই আমরা সাধারণত হাসি। তার ব্যঙ্গ রসের জ্বালা আর উত্তাপ নেই আছে শুধু হাস্যরসের মধ্যে নতুন চমক।" ৫২

প্রমথনাথ বিশী 'পরিমল গোস্বামী-র শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্পগ্রন্থের মুখবন্ধে পরিমল গোস্বামীর ব্যঙ্গ গল্প প্রসঙ্গে লিখেছেন -

"সে ব্যঙ্গ ইস্পাতের ছোরার ন্যায় অত্যন্ত হ্রস্বকায়, বলিয়া ধার কম নয়, এবং উজ্জ্বলতাও যথেষ্ট। ইস্পাতের ছোরাখানা লেখকের পুনর্বন্ধে কোথায় যে লুকাইত সবসময় দেখিতে পাওয়া যায় না, হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া আঘাত করে, আবার বিদ্যুতের চমকের মত মেঘান্তরালে মিলাইয়া যায়। এই জন্য তাহা ব্যঙ্গের তলোয়ারের চেয়ে বেশী মারাত্মক।" ৫৩

"ব্যঙ্গ গল্পের আকস্মিক চমক, অনাবিল তথ্য বর্ণনা কৌশল, বিবৃতিমূলক ভাষা গল্পের প্লট বিন্যাসে তাঁর ছোটগল্পগুলো গাঢ় ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিজীবনে সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক হওয়ায় জীবনের অসংগতিকে কটাক্ষ দীপ্ত হাসির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করতে পেরেছেন বলেই পরিমল গোস্বামী সাহিত্য জগতে পরিচিত হয়ে আছেন। কবিশেখর কালিদাস রায় পরিমল গোস্বামীর ছোটগল্পে বাকশৈলী প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন- "গল্পগুলি পড়িতে মুখ কসে সামান্য, মন কসিতে থাকে বহুক্ষণ এবং হাসির দাগও থাকিয়া যায়।" ৫৪

"তিনি আবার তাঁর গল্পের ব্যঙ্গশৈলীর তীব্রতা, আকস্মিকতা, গল্পের শেষ লাইনের ব্যঞ্জনা ও আবেদন প্রসঙ্গে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন "পরিমল গোস্বামী তাহার হাসির গল্পে সিনেমার টিকিট দেওয়ার মত পাঠক চিত্তে কৌতূহলী করিয়া রাখিয়া নির্বিকার ভাবে কথকতা করিয়াছেন।" ৫৫ ছোটগল্পের প্রকরণে এনেছেন অভিনবত্ব। চলিত ভাষা বিন্যাসে, নাটকীয় সংলাপ পরিবেশনে, প্রকৃতি চেতনার আবহ সৃষ্টিতে, উইট স্যাটায়ার সৃষ্টি করে তিনি ছোটগল্পের পসরা সাজিয়েছেন সার্থক ভাবে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলো যথাক্রমে 'বুদ্বুদ' (১৯৩৬), 'ক্লাসের সেই লোকটি' (১৯৪৪), 'ব্ল্যাকমার্কেট' (১৩৫২), 'ইস্কুলের মেয়েরা' (১৯৫০), 'মারকে লেঙ্গে' (১৯৫০), 'শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প' (১৯৫৪), 'ম্যাজিক লন্ঠন' (১৯৫৫) প্রশংসার দাবী রাখে। প্রতিটি গল্পই পরিমল গোস্বামীর সফল সৃষ্টি। তাঁর 'সাধু হীরালাল', 'অনেষ্ট অটল' গল্পগুলি পাঠক মনে স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছে।

হাসির গল্পের শিল্পী হিসেবে শিবরাম চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় নাম। প্রমথনাথ বিশীর সমসাময়িক গল্পকার শিবরামের ছোটগল্পগুলি বহুজন সমাদৃত হতে পেরেছে। কল্লোল কালি কলম পত্রিকাকে ঘিরে আমরা শিবরামকে সাহিত্যিক আসরে অবতীর্ণ হতে দেখি। কল্লোল কালের লেখক হলেও মূলতঃ তিনি কল্লোল পন্থী নন। ভূদেব চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "শিশু ভগ্নার মূর্তি জাতি গোত্রের বন্ধনহীন অবাধ কল্পনার উড়ন্ত আকাশে। সেই আকাশে ওরা ডানা মেলেছিলেন গল্প শিল্পী শিবরাম হাসির জগতে প্রথম। তাই তাঁর হাসির গল্প একেবারে জন্মসূত্রেই জাতিগোত্রহীন।" ৫৬ কল্লোল পত্রিকায় তিনি যে গল্পটি ১৯৩১ সালে লিখেছিলেন যার নাম 'আর এক ফাল্গুনে' যেখানে একটুকরো হাসিও ছিল না। সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাকের আহ্বান' প্রসঙ্গে তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এখান থেকেই তাঁর জীবনের বাঁক পরিবর্তিত করে পরিবেশন করলেন ছোটগল্পের মাধ্যমে অসংখ্য শিশু সাহিত্য কেন্দ্রিক ছোটগল্প, সেই সঙ্গে বড়দের জন্য তিনি লিখেছেন অজস্র হাসির ছোটগল্প। তিনি নিজেই বলেছেন - "আমাকে বড়দের হাতে তোলার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, ছোটদের পাতেই আমি থাকতে চাই।" ৫৭ বাস্তবিক পক্ষে ছোটদের পাতে থাকবার অদম্য আগ্রহ ছিল তাঁর। শিশু সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে সহজ সরল হাসির ও হালকা খুশির মেজাজে লিখিত ছোটগল্পগুলি শিশুমনের একটি লোভনীয় উপকরণ। শিশু মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ

রূপকার হিসেবে ধ্বনিবিন্যাস ও কথার খেলায় শিশুদের ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে স্মিত হাসি সঞ্চার করাই ছিল শিবরামের ছোটগল্পের অন্যতম লক্ষ্য। কৌতুক শিবরামের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোট ও বড় প্রত্যেকের জন্য তিনি কৌতুক রসের আমদানী করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন গ্রন্থ হল :- 'আমার কথা', 'শিবরামের সেরা গল্প', 'বড়দের হাসিখুশি', বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 'শিবরামের ঐ অজগর আসছে তেড়ে' গল্পটি শিশু মনে নির্মল আনন্দ এনে দেয়। প্রমথ চৌধুরী শিবরামকে বড় ভাষা শিল্পী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর ছোটগল্পের উচ্চ প্রশংসা করে বলেছেন "সহৃদয় কৌতুক রসে মনটি সব সময় ভরা। কৌতুক বড় একটা সার্থকতা বহন করে গোলাপ ফুল রূপে। গোলাপ ফুলের পেটে যাঁরা কাঁটালের কোয়ার সন্ধান করে, তারা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দেয়।" [৫৮]

ডঃ অলোক রায় শিবরাম চক্রবর্তীর ছোটগল্প প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ

"শিবরাম রচনাবলী'র (সাক্ষরতা প্রকাশন) প্রচ্ছদপটে কয়েক লাইনে লেখকের যে আত্মপরিচয় মুদ্রিত হয়েছে, তার মধ্যেই কি শিবরাম চক্রবর্তী-কে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ? বলে গেছেন উপনিষদ আরাম নাহি অল্পে। বাড়িশুদ্ধ সবার আমোদ শিবরামের গল্পে।" [৫৯]

বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে সুবোধ ঘোষ একটি জনপ্রিয় নাম। ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি ছোটগল্প রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিহারের ছোটনাগপুর, হাজারীবাগ জেলায় মোটর কোম্পানীর কন্ডাক্টর ও পৌরসভার কুলি বস্তিতে ইনজেকশন দেবার চাকুরী নিয়ে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে বহুবার। নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন। সে সময় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে দেখা দিয়েছিল সঙ্কটকাল। ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের লড়াই, ভারতে আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪৩ এর বাংলার দুর্ভিক্ষ, ৪৬ এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ৪৭ এ ভারত বিভাজনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে সাহিত্য রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন সুবোধ ঘোষ। বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য আড্ডার আসরে অংশগ্রহণ করেন তাঁর প্রথম ছোটগল্প সংকলন 'পরশুরামের কুঠার' ও 'গ্রাম যমুনায়' তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। 'ফসিল' গল্প অনেকটা যেন ছঁকে বাধা এবং তার মৌলিক সৃষ্টি। সুবোধ ঘোষ তাঁর কম্যুনিস্ট বন্ধুদের উৎসাহে 'ফসিল' গল্পটি লিখেছেন। যে গ্রন্থটি তাঁর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জীবন দর্শনের দলিল হিসেবে চিহ্নিত। বাংলা ছোটগল্পে কুটৈষণা জীবন জটিলতা আর্থসামাজিক দ্বন্দ্বকে তিনি নূতন ভাবে মূল্যায়ন করেছেন। একসময় তাঁর ফসিল গল্পটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সুবোধ ঘোষ নূতন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তাঁর'কালপুরুষ', 'শক থেরাপি', 'গোত্রান্তর', 'জতুগৃহ', 'সুন্দরম', 'থিরবিজুরী', 'বার বঁধূ' ছোটগল্প সে ধারণার ফলশ্রুতি। তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ গুলি 'কুসুমেষু' (১৯৫০), 'ভোরের মালতী' (১৯৫০), 'জতুগৃহ' (১৯৫০), 'থির বিজুরী' (১৯৫৫), 'অর্কিড' (১৯৫৮), 'নিকষিত হেম' (১৯৫৮), 'দিগঙ্গনা' (১৯৬০), 'মন ভোমরা' (১৯৬০), 'চিত্ত চকর, স্বায়ম্ভনী', 'মনবাসিতা', 'পলাশের নেশা' প্রভৃতি। শ্রেষ্ঠ গল্প ও গল্প মনিঘর গ্রন্থের গল্প গুলি ছাড়া ৫ টি খন্ডে সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছে। সুবোধ ঘোষের 'ভাটতিলকায়', 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ', 'তিন অধ্যায়' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের দোলাচল চিত্তকে সমালোচনা করেছেন ছোটগল্পকার। মোটকথা মধ্যবিত্তের মুখোশ তিনি খুলে দিয়েছেন। তিনি প্রশ্রয় দেননি ভন্ডামি, আত্মাভিমান, সংকীর্ণতা ও সুবিধাবাদী নীতিকে। তাঁর বিদ্রুপাত্মক উক্তি বলাবাহুল্য গালে প্রচন্ড চপেটা ঘাতের মত। 'নির্বন্ধ কাঞ্চন', 'সংসর্গাৎ', 'তমসাবৃত' গল্পগুলি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। 'কালাগুরু', ও 'শিবালয়' ছোটগল্পদুটি আগষ্ট আন্দোলনে - র পটভূমিকায় লেখা উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। এছাড়া 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'তিন অধ্যায়', 'গ্লানি হর', 'স্নানযাত্রা', 'গরল অমিয় ভেল', 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' 'স্বমহিমচ্ছায়া', 'হৃদ ঘনশ্যাম' প্রভৃতি বিদ্রুপাত্মক ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শুক্লাভিসার', 'ফগিনী', 'রিতা', 'জতুগৃহ' প্রভৃতি প্রেমের গল্পে প্রেমের সনাতনী আদর্শের পেছনে যে অন্ধকারময় বিকৃত রূপ আছে তা তিনি অকপটে তুলে ধরেছেন। যাইহোক তিনি বাংলা ছোটগল্পে এক অবিস্মরণীয় শিল্পী। কালের পুত্তলিকা গ্রন্থে ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, "আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের ও অচেনা আদিবাসী সমাজে নিপুণ রূপকার সুবোধ ঘোষ।" [৬০]

অলোক রায় সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে বলেছেন -

"জীবনে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব। কিন্তু যেটা বিস্ময়কর তা হল প্রথম থেকেই তাঁর ভাষা পরিশীলিত ও সংকেতময়, প্রয়োজনে আবেগ-বর্জিত তীক্ষ্নতা অর্জনে সক্ষম; আর ছোটগল্পের নিখুঁত শিল্পরূপটি তাঁর করায়ত্ত, সামান্য চমকের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ কাহিনী একমাত্র পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়।" [৬১]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে বলেছেন -

"সুবোধ ঘোষের প্রত্যেক গল্পে অসাধারণত্বের ছাপ লক্ষিত হয় - ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় তিনি মানবমনের অনেক গোপন, রহস্যাবৃত স্তর, জীবন সংঘটনের অনেক বিচিত্র, অভিনব রেখাচিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। জীবনের বিরল - পথিক সীমান্ত প্রদেশ হইতে তিনি কত না মৃদু সৌরভপূর্ণ বন্যফুল চয়ন করিয়াছেন।" [৬২]

169283 16 FEB 2005

বাংলা সাহিত্যে যুগন্ধর শিল্পী হিসেবে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৪০ এর দশকের নতুন ভাবধারার শিল্পী হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে গোর্কি গোত্রের শিল্পী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। 'নিশীথের মায়া' তাঁর প্রথম ছোট গল্প এবং পাঠক সমাজে তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো ছোটগল্প 'বিদংস'। মার্কসবাদে বিশ্বাসী লেখকের বহু ছোটগল্পে মার্কসীয় জীবনদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। যুগান্তর, আনন্দবাজার, দেশ-এর লেখক ও প্রগতি লেখক সংঘের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। লক্ষ্য করেছেন সোনার বাংলার নগ্ন মূর্তিকে। শোষণ, বঞ্চনা, ভীরুতা, গণশক্তির অসহায়তাকে তীক্ষ্ণ সমালোচনায় তিনি বিদ্ধ করেছেন। তৎকালীন রাজনীতি অর্থনীতির বিপর্যয়ের আলেখ্য তিনি তুলে ধরেছেন বিভিন্ন ছোটগল্পে। 'বিদংস', 'নক্রচরিত্র', 'কালাবদর', 'দুঃশাসন', 'ভাঙ্গা বন্দর' গল্পগ্রন্থে এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। 'একটি শত্রুর কাহিনী', 'সৈনিক' ছোটগল্পে তাঁর প্রতিবাদী চেতনা উচ্চারিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা বেদনা সেই সঙ্গে ভারত ভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিধ্বস্ত রাজনৈতিক আবর্ত প্রকাশিত হয়েছে 'পুস্করা', 'মধুবন্তী', 'রাঙা মাসি' ছোটগল্পে। অধ্যাপক জীবনে বৃত থেকে রোমান্টিক মন নিয়ে শৈশব ও কৈশোরের অজস্র স্মৃতি সম্বল করে তিনি লিখেছেন 'ভাঙা চশমা', 'দাম', 'মর্যাদা', প্রভৃতি গল্প। গল্প তিনটি কৈশোর কালের শিক্ষকদের স্মৃতি অবলম্বনে লেখা। ছাত্রজীবনের দুঃখ বেদনার কাহিনী অনুসরণে লিখেছেন 'বাইশে শ্রাবণ', 'শ্বেতকমল', 'মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু' গল্পগুলি যা তাঁর গল্প সম্ভারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। লেখকের ব্যথা বেদনার স্মৃতি বিজড়িত ছোটগল্প 'মধুবন্তী', 'দোলন চাঁপার বৃন্ত', 'সুখ', 'ক্যারিকেচার', 'মুকুন্দর পাত্রী' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'টোপ' গল্পটিতে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি উচ্চারিত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের অনিবার্য পরাজয়ের কাহিনী অবলম্বনে 'রাণীর গল্প', ও 'রাজপুত্র' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্প লিখেছেন, 'ইতিহাস' গল্পটি তার সাক্ষ্য বহন করে। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পটভূমিকায় চরিত্র ও কাহিনী নিয়ে বিচিত্র রসের ছোটগল্প 'বন জ্যোৎস্না', 'বন তুলসী', 'কালাবাদর' প্রভৃতি গল্প লেখক আমাদের উপহার দিয়েছে। তাঁর মনস্তাত্বিক গল্পের মধ্যে 'দুর্ঘটনা', 'ধ্বংস', 'কান্ডারী', 'সেই পাখিটি', বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর 'হাতি', 'তমস্বিনী', 'হরিণের রঙ', 'ছায়া সঙ্গিনী', 'কালপুরুষ' গল্পে রস, রূপ ও রীতির দিক থেকে পাঠক মানসে বিশেষ সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন সচেতন শিল্পী। নারী চরিত্রের বিশ্বাসঘাতকতা তাদের বিচ্ছেদ বেদনা এবং তা থেকে উত্তরণের চমকপ্রদ কাহিনী অবলম্বনে 'ঘাসবন', 'যান্ত্রিক', 'গলি' প্রভৃতি গল্পগুলিতে মধুময় প্রেমের স্পর্শ বর্ণিত হয়েছে। কিশোরদের হৃদয় হরণের লক্ষ্য নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার ও রোমাঞ্চ কাহিনী লিখেছেন। তাঁর অবিস্মরণীয় হাস্য রসের আকর হিসেবে 'টেনিদার গল্প একটি' একটি অবিস্মরণীয় ছোটগল্প যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিচিত্র স্বাদের ছোটগল্প রচয়িতা, একাধারে তিনি ছোটগল্পের অধ্যাপক তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ছোটগল্প, অন্যদিকে তিনি একজন বিখ্যাত ছোটগল্পকার। একদিকে সমালোচক অন্যদিকে ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। রেকর্ড গল্পটি তার সফল সৃষ্টি। যার মধ্যে চিরন্তন মুক্তির ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। এই রেকর্ড কেউ কোনদিনও নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি এবং ভবিষ্যৎ কালেও কেউ পারবে না। সঙ্গীতের সর্বজনীনতার সুর রেকর্ড গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থাপিত করেছেন।

সামগ্রিক বিচারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন শক্তিমান ছোটগল্পকার। সঙ্গত কারণেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মন্তব্য করেছেন - "তারাশঙ্করের পৌরুষ ও দীপ্তি অচিন্ত্যকুমারের মাটি আর মানুষের বলিষ্ঠ মিলন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্মম জীবনাশক্তি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের জটিল মন গহনে প্রবেশের সতর্ক পদক্ষেপ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনাশক্তিতে নতুন পথ দেখিয়েছে।" ৬৩

ছোটগল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন -

"যুদ্ধ, মন্বন্তর, গণবিক্ষোভ - এসবের যুদ্ধ - সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই লেখক বিশুদ্ধ সময়-সচেনতা, জীবন-প্রেম, মানুষকে ভালোবাসা - যা, বলা যায় তিরিশের দশকের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। গল্পে চরিত্র সৃষ্টিতেই তিনি আরও সুদক্ষ।" ৬৪

রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্পধারায় আশাপূর্ণা দেবী একটি স্মরণীয় নাম। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', পত্রিকার যুগের সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হয়ে মধ্যবিত্তের সুখ দু:খ আনন্দ বেদনা থেকে সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করে অন্তহীন কাহিনী সৃষ্টি করে অভিজ্ঞতার তত্ত্বাবলিরাশিতে যিনি স্বচ্ছন্দে পদচারণা করেছেন এবং অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতা নিয়ে পৌঁছে গেছেন সাফল্যের তীর্থভূমিতে তিনি হলেন আশাপূর্ণা দেবী। বাংলা কথা শিল্পের আশার মঞ্জরী আশাপূর্ণা দেবী (গুপ্ত) সাহিত্যের প্রথম নান্দীপাঠ করেছিলেন ছোটগল্পের নৈবেদ্য সাজিয়ে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন -

"ছেলেবেলা থেকে প্রথম লিখতে শুরু করি কবিতা। লিখেছি অনেক, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝেছি কিছু হল না। সে চেষ্টা ছেড়ে শুরু করলাম গল্প। ছোটগল্প ছোটদের জন্য। শুরুতে অনেকদিন ধরে শিশু সাহিত্য নিয়ে ছিলাম। শিশুদের খানিকটা খুশী করতে পেরেছি এই আমার সাহিত্যিক জীবনের বিশেষ পুরস্কার। অত:পর বড়দের জন্য। কিছুকাল গেছে নিছক কৌতুক সৃষ্টির কাজে। রঙ্গ রচনাতে ছিল আনন্দ। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে জীবনের অভিজ্ঞতা, নিতে চেয়েছি তার স্ন্যাপ শট। কি জানি তার কতটুকু পেয়েছি।" [৬৫]

সাহিত্য জীবনের ৪০ বছরে আশাপূর্ণা দেবী মোট ৩০০ টি ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। যে গল্পগুলিতে একাধারে রয়েছে বিষয় বৈচিত্র্য অন্যদিকে গভীর ভাব ব্যঞ্জনার সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আশপূর্ণা দেবী তাঁর ছোটগল্পে আমাদের দিয়েছেন আশার সুর। আশাপূর্ণা ছিলেন মধ্যবিত্ত বাঙালীর পারিবারিক জীবনের নিপুণ চিত্রকর। তাঁর প্রথম মুদ্রিত বয়স্কদের জন্য লিখিত ছোটগল্প 'পত্নী ও প্রেয়সী' ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় অন্তর্লোকের নিপুণ রূপকার হিসেবে। বলাবাহুল্য এই রূপ কল্প চিত্রিত হয়েছে গত ৪০ বছরে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনকে ঘিরে। গল্প লিখতে গিয়ে তিনি কখন পাঠক মনকে জয় করবার জন্য কোন চমকপ্রদ বিষয়ের আমদানী করেন নি। তাঁর ছোট গল্পের জীবন চেনা সংসারের চেনা মানুষদের কথা। এরূপ ছোট গল্প লেখার ক্ষেত্রে ছোট গল্পকারের যে শক্তিমত্তার পরিচয় থাকা উচিৎ আশাপূর্ণা গুপ্তা শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। জীবনের অন্তর্গূঢ় জটিলতা কূটৈষণা মনোগহনের আলো আঁধারি পরিবেশ রূপায়িত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। 'কালের পুত্তলিকা ছোটগল্পের একশ বছর' গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - ১৯৩৯ থেকে ৪৭ - এর লেখক গোষ্ঠী পরিবর্তমান সমাজ ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা হয়ত বারুদের গন্ধ পান নি কামানের গর্জন শোনেননি কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষোভের জগতে পা ফেলেছেন দূরে দেখেছেন বহ্নি বলয় বেষ্টিত দিগন্ত তাঁদের গল্পে যুগের দাবী স্বীকৃত হয়েছে। সেই দাবী ? --- সাহিত্যিক আঁজ শূন্যচারী স্বপ্ন বিহঙ্গম হয়ে থাকবেন না, মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সৈনিক ব্রত গ্রহণ করবেন নি:সন্দেহে এই দাবী মেনে নিয়েছিলেন আশাপূর্ণা দেবী।" [৬৬]

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন গ্রন্থ 'জল আর আগুন', 'সাগর শুকায়ে যায়', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'আর এক দিন', 'সরস গল্প', 'পূর্ণ পাত্র', 'স্বপ্ন শর্বরী', 'গল্প পঞ্চাশৎ', 'পঞ্জীমহল', 'নব নীড়', 'কেশবতী কন্যা', 'মনোনয়ন', 'ছায়াসূর্য', 'অতলান্তিক', 'সোনালী সন্ধ্যা', 'সাজবদল', 'আকাশ মাটি', 'কাঁচ পুতি হীরে', 'ভোরের মল্লিকা', 'এক আকাশে অনেক তারা', 'বাছাই গল্প', 'নক্ষত্রের আকাশে', 'গল্পগুচ্ছ' আলোচ্য গল্পগ্রন্থের বেশীর গল্পে আমরা লক্ষ্য করি নারী চরিত্রের প্রাধান্য। গল্পগুলিতে লেখক ব্যক্তিত্বের ছাপ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতে পুরুষ শাসিত সমাজের নারী জাতির সামাজিক দৈহিক নিপীড়নের কাহিনীগুলো সুন্দর ভাবে ফুঁটে উঠেছে। এই ছোটগল্পগুলোতে দেখানো হয়েছে যোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতার সমাদর পায় নি। অযোগ্য ব্যক্তি সমাজের উচ্চস্থানে বসে কি ভাবে স্বেচ্ছাচারিতা চালায় তার সুন্দর ছবি। তাঁর ছোটগল্পে যেমন পুরুষের দ্বারা নারী নির্যাতিত হয় তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের চরম উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র দেখানো হয়েছে। জীবনের বহু বিচিত্র রূপই তাঁর ছোট গল্পে বিভিন্ন ভাবের উপজীব্য হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পে তাঁর সমস্ত সৃষ্ট চরিত্রগুলো প্রতিলেখিকায় সমান সহানুভূতি ছিল যা তাঁর সাহিত্যকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের রূপদান করে। মানুষের নিত্য দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা ছোট ছোট সুখ দু:খ ব্যথা বেদনা ছোট ছোট হীরক খন্ডের ন্যায় তাঁর গল্পকে করেছে সমৃদ্ধ। তাঁর লিখিত গল্পগুলি হল বড় গল্প- 'স্বপ্ন সৌধ', 'ভয়ঙ্কর অচেনা', 'ফালতু', 'মাকড়সার সেই জালটি', 'বাঁচলো কি' এবং ছোটগল্পগুলি হল 'ঐশ্বর্য', 'আত্মহত্যা', পদ্মলতার স্বপ্ন, বন্দিনী, নিরাশ্রয়, যা নয় তাই, লোকসান, সম্ভ্রম, পাতাল প্রবেশ, পদাতিক, পত্রাবরণ, যা হয় তাই, ব্রহ্মাস্ত্র, কসাই, দেশলাই বাক্স, কাঠামো, শোক, পঞ্জীমহল, ছায়াসূর্য, আকাশ মাটি, পৌরুষ, এই পৃথিবী, যান্ত্রিক, মুরুবি, দত্তাপহারক, লজ্জাশরম, পারা না পারা, উদ্‌ঘাটন, স্থির চিত্র, বেকসুর, স্বর্গের বারান্দায় উঠে, বেশী জরুরী, মৃত্যুবাণ, প্রথম ও শেষ, দু:সাহসিক, আমি একটা মানুষ নই, একজন শ্রদ্ধেয় কাপুরুষের হাতে, রিফিল ফুরিয়ে যাওয়া ডট পেন, কুয়াশা, তোমার মুখে আয়নার ছায়া, আদর্শবাদ, ধূলির প্রাপ্য, ধূলিরে না দিলে, স্মৃতির অতলে, নিয়মের চাকায়, ভয়, ওরা কথা বলেনা, মাটির নীচে, ফাঁস, ছুরির ধার, পরিবর্তন, তুচ্ছ নয়, বাড়ি, কমলি, রেহাই, যা ছিল সেখানে প্রভৃতি। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ সন্দেহ নেই।

ডঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন -:

"আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে ১) তিনি সরাসরি গল্পে মাঝখানে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন বর্ণনার গুণে। আবার গল্পগুলি যেহেতু বেশিরভাগই আমাদের পরিচিত, মধ্যবিত্ত পরিবারের পটভূমিতে রচিত, সেহেতু পাঠক প্রতিমুহূর্তে চমৎকৃত হন তাঁর অতি পরিচিত পরিবেশের নিপুণ বর্ণনা ও তার অন্তর্নিহিত গুরুভার সত্যের উদ্‌ঘাটনে। ২) নারী বলেই বোধহয় নারী চরিত্রের মহত্ব, ক্ষুদ্রত্ব বা ভয়ঙ্করতা অনায়াসে চিত্রিত করেন। ৩) সংসার থেকে উঠে আসে তাঁর গল্পের জীবন্ত সংলাপসমূহ। ৪) জীবনের অতি ভয়ঙ্কর সত্য কথাগুলি অতি সহজ সুরে বলেন বলেই ভয়ঙ্কর সত্যগুলি পাঠকের চৈতন্যে শেলের মতো বিঁধে যায়।" [৬৭]

বিংশ শতাব্দীর ৪০- এর দশকের এক উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তিনি সেই সমস্ত মধ্যবিত্ত ধনী ও নিম্ন বিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধি ও আবেগ থেকে হৃদসর্বস্ব নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত তাঁর প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে অপেক্ষাকৃত যারা নগর জীবনের দরিদ্র শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে এই সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। নাগরিক জীবনের কথাকার হিসেবে তিনি বিষ ও অমৃত দুটোকেই পান করে বিষয়বস্তু ও প্রকরণে সূক্ষ্ম কবিত্বের উপযোগী করে তুলেছেন। সমন্বয় বাদে বিশ্বাসী হয়ে তিনি সমকালীন বিষয় ও প্রতীকী ব্যঞ্জনার মেলবন্ধন রচনা করেছেন। জীবনের মেকি মূল্যবোধকে এক নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে জীবন আর্তিকে শিল্পকুশলতার সঙ্গে পরিচিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে সেক্স আছে কিন্তু তার মধ্যে নেই কোন বিকৃতি সেখানে আমরা খুঁজে পাই সৌন্দর্যকে ও আধ্যাত্মিক চেতনাকে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ইটের পর ইট গেঁথে ছোটগল্পের ইমারত গড়ে তুলেছেন। তাঁর ১৪,১৫ বছর বয়সে লেখা 'নদী ও নারী' গল্পটি তাঁকে এনে দিয়েছে খ্যাতির জগতে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন গ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'খেলনা', 'পালিশ', 'খেলোয়াড়', 'চামচ', 'চার ইয়ার' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর কিছু কিছু গল্পে এমিল জোলা প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'শ্বাপদ', 'ঘরনী', 'জৈব চেতন', 'শালিক কি চড়ুই', 'ভাত', 'খাদক', 'রূপালি মাছ', 'পতঙ্গ', 'শয়তান', 'ফুলফোঁটার দিন', প্রভৃতি ছোটগল্পে যৌনতা মিশে থাকলেও তাঁর সুক্ষ্ম সংবেদনশীল দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ সন্দেহ নেই। বর্ণনা গুণে, সংলাপে, সেক্স ও উপমা প্রয়োগে ও চরিত্র সৃষ্টিতে গল্পগুলি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্পগ্রন্থে সম্পাদক সুব্রত রাহা ও অজয় দাশগুপ্ত 'কালপুরুষ' পত্রিকা থেকে একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছেন মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের চিত্র আঁকতে গিয়ে সবচেয়ে সৃষ্টিশীল কিংবা অবক্ষয়ের সার্থক কথাশিল্পী হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নিসর্গপ্রকৃতি ও জৈবপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিচিতি হয়ে আছে তার উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'বৃষ্টির পরে' ও 'চন্দ্র মল্লিকা' গল্পদুটি। পুরী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর 'সমুদ্র' গল্পটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নারী ও নিসর্গকে জ্যোতিরিন্দ্র দেখেছেন দু চোখ ভরে 'সুখী মানুষ', 'তাকে নিয়ে গল্প' এই শ্রেণীর নিদর্শন। অমর কবিতা ও সুখ গল্পদুটিতে করুণ সুর ধবনিত হয়েছে। রাজনৈতিক গল্পে তিনি ব্যঙ্গের সংযোজন ঘটিয়েছেন - 'বিকাশের খেলা', 'হিমির সাইকেল শেখা' ছোটগল্পে গরীবী হটাও শ্লোগান নি:সন্দেহে ব্যঙ্গের নামান্তর। 'ইস্টিকুটুম' গল্পে তিনি যে একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন তার পরিচয় বহন করে তাঁর প্রকৃতি প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ সমৃদ্ধ 'বনের রাজা' ছোট গল্পে। গল্পটিতে সবুজ মানুষ জন্মগ্রহণ করল। যে সবুজ মানুষরা যুগ যন্ত্রণার কৃত্রিমতা থেকে সুদূর অতীতে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমাজ ও সমস্যামূলক ছোটগল্প হিসেবে 'চোর' গল্পটি অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মননধর্মী গল্পকার আলোচ্য ছোটগল্পে তার প্রমাণ মেলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অন্যতম কথাকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নাগরিক চেতনার লেখক। বলা বাহুল্য তাঁর ছোটগল্পে জন্মভূমি ফরিদপুর জেলার খন্ডচিত্রের প্রভাব নেই। তাঁর গ্রামীণ সৌরভ পূর্ণ ছোটগল্পগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রথম গল্পসংকলন 'অসমতল'। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলি যথাক্রমে 'হলদে বাড়ি'(১৯৪৫), 'উল্টোরথ' (১৯৫৩), 'পতাকা' (১৩৫৪), 'চড়াই উৎরাই' (১৩৫৬), 'পাটরাণী' (১৩৫৭), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৫৯), 'কাঠ গোলাপ' (১৩৬০), 'অসবর্ণস্থ' (১৩৬১), 'ধূপকাঠি' (১৩৬১),'মলাটের রঙ' (১৩৬২), 'রূপালী রেখা' (১৩৬৩), 'দীপান্বিতা' (১৩৬৩), 'ওপাশের দরজা' (১৩৬৩), 'একুল ওকুল' (১৩৬৩), 'বসন্ত পঞ্চম' (১৩৬৪), 'মিশ্ররূপ' (১৩৬৪), 'উত্তরণ' (১৩৬৫), 'পূর্বতনী' (১৩৬৬), 'অঙ্গীকার' (১৩৬৬), 'দেবযানী' (১৩৬৬), 'রূপ সজ্জা' (১৩৬৬), 'সভাপর্ব' (১৩৬৬), 'স্বরসন্ধি' (১৩৬৭), 'ময়ূরী' (১৩৬৮), 'বিদ্যুৎ লতা' (১৩৬৮), 'পত্রবিলাস' (১৩৬৮), 'মিসেস গিন' (১৩৬৮), 'বিন্দু বিন্দু' (১৩৬৮), 'একটি ফুলকে নিয়ে' (১৩৬৯), 'বিনি সুতার মালা' (১৩৬৯), 'যাত্রাপথ' (১৩৬৯), 'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়' (১৩৬৯), 'অনধিকারিণী' (১৩৬৯), 'রূপলাগি' (১৩৭০), 'চিলে কোঠা' (১৩৭১), 'প্রজাপতির রঙ' (১৩৭২), 'অন্য নয়ন' (১৩৭২), 'বিবাহ বাসর' (১৩৭৩), 'চন্দ্রমল্লিকা' (১৩৭৪), 'সন্ধ্যারাগ' (১৩৭৫), 'সেই পথটুকু' (১৩৭৬), 'অনাগত' (১৩৮২), 'পালঙ্ক' (১৩৮২), 'উদ্যোগ পর্ব' (১৩৮২), 'বর্ণবহ্নি' (১৩৮৪), 'বিকালের আলো' (১৯৮৩), 'নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান' (১৩৯০), 'গল্পমালা-১' (১৯৮৬), 'কিশোর গল্পসমগ্র' (১৩৯৫), 'গল্পমালা-২' (১৯৮৬), 'স্রোতস্বতী' (১৯৮৯), 'সাধ সুখ স্বপ্ন' (১৯৯০), 'এইটুকু বাসা' (১৯৯০), 'গল্পমালা-৩' (১৯৯২) প্রভৃতি। নরেন্দ্রনাথ মনস্তত্ত্বের রূপকার হিসেবে পরিচিত। চেনা মানুষের জীবন নিয়ে তাঁর গল্পের কাঠামো সাজিয়েছেন। চাকুরিজীবী, শিল্পী, গৃহস্থ যাদের পরিচয় ভদ্রলোক হিসেবে তিনি তাদের মুখ আর মুখোশ খুলে দিয়ে আমাদের উপহার দিয়েছেন অসংখ্য ছোটগল্প। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক সাক্ষাৎকারে নিজের লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন - "সমাজে শঠতা আছে, ক্রুরতা আছে, তা আমি জানি। হিংসা বিদ্বেষের ও অভাব নেই। কিন্তু সমাজ জীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। --- শান্ত মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি। --- জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই মহত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি।"[৬৮]

লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন রোমান্টিক সৌন্দর্য প্রিয় ও শান্ত মধুর ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে অদ্বিতীয়। তাঁর সমকালীন লেখক ও সমালোচক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে - "মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক ঘাত - প্রতিঘাতে বাইরের পরিবেশ হয়তো বদলায় কিন্তু তার চাইতে বেশী বদলায় মানুষের মন - মনের এই রঙ ফের তার কাহিনীই তিনি বিশেষভাবে ফুটিয়েছেন তার গল্পগুলিতে।" ** ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত ৪০০ গল্প লিখে তিনি চেনা পৃথিবীর অচেনা গন্ধের আমদানী করেছেন। তাঁর কুমার সম্ভব গল্পটি ফরিদপুরের স্মৃতি বিজড়িত, তাঁর বিখ্যাত রস গল্পটি মানবিক অনুভবের গল্প। 'আবরণ' গল্পে বস্ত্র সমস্যা ও মন্বন্তর, 'টর্চ' মনস্তাত্ত্বিক গল্প, 'সুহাসিনী তরল আলতা' গল্পে মানব মনের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'বিলম্বিত লয়', 'ছবি', 'অঙ্গীকার', 'শ্বেতমূল', 'আকিঞ্চন', 'যবনিকা', 'ভূষণ ডাক্তার', 'অনুচ্চ', 'দাম্পত্য', 'লালবানু', 'নাকুটমণি', 'কোন দেবতাকে' প্রভৃতি গল্পে প্রেম মনস্তত্ব সুকৌশলে বর্ণনা করে তিনি শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 'টিকিট', 'সেতার', 'পুনশ্চ', 'সহযাত্রিনী', 'চোরাবালি' গল্পে ভদ্রবেশী ব্যক্তিদের মুখোশ তিনি খুলে দিয়েছেন। বাংলা ছোটগল্পের জগতে নরেন্দ্রনাথ মিত্র এক সার্থক শিল্পী সন্দেহ নেই।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ

"মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার, যুদ্ধোত্তর জীবনের সাক্ষী হয়েও হৃদয়বান, বিবেকবান ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিষয় - চয়নে ও আঙ্গিক বয়নে তাঁর নৈপুণ্য কালের স্বীকৃতি লাভের পক্ষে উপযুক্ত। তাই বাংলা কথা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনিঃশেষ।" ১০

ডঃ বিজিত ঘোষের মতে

"নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পতাকা রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সংঘাতের গল্প। দেশকালের চিহ্ন গল্পটির সর্বাঙ্গে স্বাধীনতা দিবসে পতাকা তোলা নিয়ে হিন্দু - মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত বেঁধে যায়।" ১১

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন ঃ

"নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পেরই শুরু খুবই সামান্য বা ছোটখাট ঘটনা দিয়ে, কিন্তু পরিণতিতে তা বিশাল সমস্যার আকার ধারণ করে, এবং শুধু সমস্যার বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে তার কারণ সূত্রের নির্ভুল উন্মোচন নরেন্দ্রনাথ সমস্যাকে গল্পে গভীরতা দান করেন।"১২

সমকালীন বাংলা ছোটগল্পকারদের পাশাপাশি প্রমথনাথ বিশীর কথা সাহিত্য সৃষ্টি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি ছিলেন বৈচিত্র্য পিয়াসী ছোটগল্পকার। তাই তিনি মানবজীবনের বহু বিচিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন ছোটগল্পের অঙ্গনে। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে গতানুগতিকতার স্রোতে না ভাসিয়ে তিনি এক অভিনব শিল্পকলার পরিচয় দিয়েছেন। প্রমথনাথ বিচিত্রধর্মী, সব্যসাচী ছোটগল্পকার রূপে বাংলা ছোটগল্পকে অপরূপ ভাবে তুলে ধরেছেন। ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি অসামান্য সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য নাট্যকার বার্নাড শ' র অনুসারী ছিলেন তিনি। রঙ্গব্যঙ্গমূলক ছোটগল্পগুলিতে তিনি শুধুমাত্র অপরের অসঙ্গতিকে নিয়ে লেখেননি। সেই সঙ্গে নিজেকে নিয়ে রসিকতা করেও আনন্দ পেয়েছেন।

সত্য ও সুন্দরের পূজারী প্রমথনাথ ছিলেন মানব প্রেমিক। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর ছোটগল্পের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সমাজ সচেতন শিল্পী প্রমথনাথ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিষয়ের ত্রুটিগুলোকে হাস্যরসের প্রবাহে ভাসিয়ে নিয়েছেন। তাঁর অজস্র ছোটগল্পে এরূপ প্রমাণের অভাব নেই। অনেকক্ষেত্রে তিনি ব্যঙ্গের শূল নির্মমভাবে বিদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য প্রমথনাথের সাহসিকতা, সততা, নিষ্ঠা ও স্পষ্টবাদিতার জন্য অনেকের কাছে তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন নি একথা জেনেও তিনি তাঁর আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেন নি।

প্রমথনাথের বহু ছোটগল্প আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত লেখনীতে পরিচিত জগৎকে তিনি নূতনভাবে দেখাতে পেরেছেন। অন্যদিকে তাঁর অতীতচারিতার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে বিভিন্ন ছোটগল্পে। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ছোটগল্পের উপস্থাপনায় কিংবা রাজনীতি, শিক্ষা ও অতিপ্রাকৃত ছোটগল্পগুলি প্রমথ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি কেবলমাত্র পরশুরামের মত ব্যঙ্গধর্মী ছোটগল্পকারই নন, কিংবা কৌতুকরসযুক্ত ও গভীর জীবন বোধ তাঁর ছোটগল্পের মূল আলোচ্য বিষয় নয়, তাঁর লেখনীস্পর্শ যেখানে যেখানে পড়েছে সেখানেই সার্থক ছোটগল্পের সৃষ্টি

হয়েছে। জীবনের খন্ডাংশ অবলম্বনে সংযত বাক্‌বিন্যাসে, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়, আখ্যান গঠনে, কাব্য ব্যঞ্জনায়, নাট্যধর্মীতা ও প্রকৃতি চিত্রণে এবং চিরন্তন মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ তাঁর ছোটগল্পগুলি নূতনত্বের সন্ধান এনে দিয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর সমকালীন ছোটগল্পকারগণ প্রত্যেকেই এক একটা নিজস্ব জগৎ বেছে নিয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে তারাশঙ্কর বেছে নিয়েছিলেন রাঢ় এর জীবনধারা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন করেছিলেন প্রকৃতি কেন্দ্রিক জীবন, অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করেছিলেন নাগরিক জীবনকে, যেখানে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জৈবিক সমস্যার বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পগুলি বিশেষ কোন একটি সমাজ বা আঞ্চলিকতার রূপ নেই। মূলতঃ সমকালীন জীবনধারার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর ছোটগল্পগুলি আমাদের সমাজ জীবনের প্রচলিত নানা সমস্যা ও অসংগতিকে ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই হচ্ছে প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের মূল লক্ষণ এবং এখানে ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁর ছোটগল্পগুলিকে 'নিকৃষ্ট' ও 'নিকৃষ্টতর' বলে অভিহিত করলেও গল্পগুলির শিল্পমূল্য হিসেবে মোটেই 'নিকৃষ্ট' বা 'নিকৃষ্টতর' ছিল না। বরং হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গধর্মী গল্পের যে ধারা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে এগিয়ে এসেছে সেই ধারাটি পরিপুষ্ট হয়েছে যে দুজন লেখকের হাতে তাঁর মধ্যে প্রমথনাথ অন্যতম। অপরজন হলেন পরশুরাম বা রাজশেখর বসু। পরশুরাম ও প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পগুলিতে আমাদের জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। যা অত্যন্ত মূল্যবান ও অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। কারণ তার ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের সময়ের অথবা একালের জীবনধারার নানান ত্রুটি বিচ্যুতি, অসংগতি, বিকৃত ঘটনা ও মানসিকতার স্পষ্ট ছবি খুঁজে পাই। প্রমথনাথ বিশী এভাবে হয়ে উঠেছেন সমাজ সচেতন জীবন শিল্পী। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পকে তিনি এভাবেই সমৃদ্ধ এবং পরিপুষ্ট করে গেছেন। সেই সঙ্গে প্রেম, প্রকৃতি, ইতিহাস, অলৌকিক জগৎ, পুরাণাশ্রিত বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর ছোটগল্পগুলি বাংলাসাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

উল্লেখপঞ্জী
প্রথম অধ্যায়

১) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রমথনাথ বিশীর পাদটীকা পৃঃ ১০৪

২) তদেব পৃঃ ৩৯

৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - সুকুমার সেন পৃঃ ২৩৮

৪) তদেব পৃঃ ২৫৬

৫) বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য - অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৪১৬

৬) রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্পী - গোপিকানাথ রায় চৌধুরী পৃঃ ২০

৭) কালের পুত্তলিকা - বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর (১৮৯১-১৯৯০) - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৩০৪

৮) প্রভাতকুমার জীবন ও সাহিত্য (১৯৭৩) - ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ২৬২-৬৩

৯) প্রভাতকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র

১০) বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২১৮

১১) কালের পুত্তলিকা - বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর (১৮৯১-১৯৯০) - ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৩৮

১২) তদেব পৃঃ ১৬০

১৩) শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার - ডঃ অজিত ঘোষ পৃঃ ৩৮৯

১৪) মণীষা ও মনঃ - সমীক্ষণ অমলশঙ্কর রায় পৃঃ ৮৬

১৫) তদেব পৃঃ ৯১

১৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড)- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১৯২

১৭) পরশুরামের গল্পসমগ্র - প্রমথনাথ বিশী ভূমিকা সমগ্র - ভূমিকা অংশ পৃঃ ৩

১৮) বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ - ডঃ বীরেন্দ্র দত্ত পৃঃ ৩২

১৯) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫৩৬

২০) গল্প লেখার গল্প - প্রেমেন্দ্র মিত্র পৃঃ ৮৫

২১) বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য - অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৪৫২

২২) প্রসঙ্গঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র - ডঃ রামরঞ্জন রায় পৃঃ ৮৫

২৩) জগদীশ গুপ্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

২৪) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি - গোপিকানাথ রায়চৌধুরী পৃঃ ১০৪-১০৫

২৫) মানিকের ছোটগল্পঃ শিল্পীর নবজন্ম - আশিষকুমার দে পৃঃ ৩৩

২৬) বিভূতিভূষণের গল্প সমগ্র ভূমিকা - জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পৃঃ ২

২৭) বাংলা গল্প বিচিত্রা - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৃঃ ১৭৬

২৮) শিল্পীর দায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী পৃঃ ৮৩

২৯) বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র - ভূমিকা অংশ - জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পৃঃ ৩-৪

৩০) বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৪২৩

৩১) বাংলা সাহিত্যের রেখালেখ্য - অলোকরঞ্জন দাসগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৩৭১

৩২) অগ্রবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় - মঞ্জুলী ঘোষ পৃঃ ২০৪

৩৩) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী পৃঃ ৫৮২

৩৪) জীবনানন্দঃ জীবন আর সৃষ্টি, - সুব্রত রুদ্র, পৃঃ ৮০৮

৩৫) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী পৃঃ ৮৫২

৩৬) বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৪৭৮

৩৭) বনফুল ঃ জীবন, মন ও সাহিত্য - ডঃ ঊর্মি নন্দী পৃঃ ৭৪

৩৮) কথাকোবিদ বনফুল - ডঃ নিশীথ মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৪০-১৪১

৩৯) বনফুলের ফুলবন- ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ৬৮

৪০) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী পৃঃ ৫৮২

৪১) বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ - বীরেন্দ্র দত্ত পৃঃ ৪৪৪

৪২) বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৬০৪

৪৩) বাংলা সাহিত্যের পরিচয় - ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৪৫৩

৪৪) ভাঙা কাঁচের শিল্প - বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল পৃঃ ৭২

৪৫) ধূর্জটিপ্রসাদের 'নতুন ও পুরাতন বক্তব্য' প্রবন্ধ পৃঃ ৭৫

৪৬) বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা ৪র্থ সংস্করণের দ্রষ্টব্য ভূমিকা - অন্তঃশীলা - ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ১০

৪৭) ভাঙ্গা কাঁচের শিল্প - বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল প্রথম পর্ব - মনীষা রায়ের চাচাকাহিনী প্রবন্ধ পৃঃ ১৭১

৪৮) কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর (১৮৯১-১৯৯০) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৩১৮

৪৯) সুমথনাথ ঘোষের গল্পসমগ্র ভূমিকা অংশ - প্রমথনাথ বিশী পৃঃ ২

৫০) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫৯১

৫১) হাসির উপকরণঃ ম্যাজিক লন্ঠন গ্রন্থ - পরিমল গোস্বামী পৃঃ ২৯৭

৫২) তদেব পৃঃ ১১৮

৫৩) বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক - প্রমথনাথ বিশী পৃঃ ২৫০

৫৪) বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরকাল - প্রমথনাথ বিশী পৃঃ ২৭৬

৫৫) তদেব পৃঃ ১৯০

৫৬) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী পৃঃ ৬৭২

৫৭) আমার কথা - শিবরাম চক্রবর্তী পৃঃ ৮১

৫৮) শিবরামকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর চিঠি

৫৯) কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা - অলোক রায় পৃঃ ৮২

৬০) কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর - (১৮৯১-১৯৯০)অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৪৩১

৬১) তদেব পৃঃ ১৮০

৬২) বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৫০২

৬৩) সাহিত্যের রূপ ও রীতি - উজ্জ্বল কুমার মজুমদার পৃঃ ১৮২

৬৪) বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ - বীরেন্দ্র দত্ত পৃঃ ৫১০